করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৩ পৌষ – ২৯ পৌষ, ১৪২৮ ঃ ৮ জানুয়ারি – ১৪ জানুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 11, 8 January - 14 January, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রেল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তথ্য এবার পাওয়া

যাবে এক লিঙ্কে। এজন্য বিশেষ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম নামে সফটওয়্যার তৈরি করেছে রেলটেল। রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ অনেকটাই সহজ হবে এই ব্যবস্থায়।

রবিবার : ত্রিকূট পাহাড়ের ওপরে পুজো দেবার জন্য বৈষ্ণো

দেবী মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকার জন্য সমাগম হয় শ'শয়ে পুণ্যার্থীর। প্রবল ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ১২ জনের। আহত কমপক্ষে ১৫ জন। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের নেতারা।

সোমবার : করোনার তৃতীয় ঢেউ ও নতুন স্ট্রেন ওমিক্রনের জেরে বন্ধ

হয়ে গেল রাজ্যের স্কুল কলেজ সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লোকাল ট্রেন নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রথমে সন্ধ্যা ৭টা পরে রাত দশটায় নির্ধারিত হয়। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ হবে এই বিধি।

মঙ্গলবার: চোখের চিকিৎসাকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রাজ্য

সরকার চালু করেছিল চোখের আলো প্রকল্প। ২০২১ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে এখনও কোনও কাজই হয়নি সাফল্য তো দূরের কথা। অর্থের অভাবেই বসে গিয়েছে প্রকল্প।

বুধবার: ডুমুরজলা ক্রীড়ানগরী তৈরিতে ক্ষতি হবে পরিবেশ ও

বাস্তু তন্ত্রের। এই অভিযোগে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট কীভাবে ক্রীড়ানগরী তৈরি হচ্ছে তা বিস্তারিত জানাতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকারকে। ২৮ ফেব্রুয়ারি পেশ করতে হবে হলফনামা।

বৃহস্পতিবার : কোভিডে আক্রান্ত অভিনেতা থেকে

পরিচালক। প্রেস কনফারেন্স করার পরও পিছিয়ে গেল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি উৎসব হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার ছিল ভার্চুয়াল উদ্বোধন। আপাতত সব স্থগিত।

শুক্রবার: সাগরে নিয়ন্ত্রিত মেলার ইঙ্গিত দিল কলকাতা

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য সরকারের হলফনামা শুনে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। কোভিড বিধি মানার নজরদারি করতে গড়া হল কমিটি যাতে থাকবেন মুখ্যসচিব, বিরোধী দলনেতা ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

হারিয়ে যাচ্ছে রুজি–রুটি

পতনে এগিয়ে ছয় জেলা

ওঙ্কার মিত্র : ৩৪ বছরের বাম আমলে বাংলায় শিল্পের সর্বনাশ নিয়ে মুখর ছিল বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ক্ষমতায় আসার পর দলনেত্রী কঙ্কালসার বঙ্গ শিল্পের শরীরে মেদ–মাংস লাগাতে কখনও ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, কখনও এক জানালা সমাধান, কখনও বেঙ্গল সামিট নামে সম্মেলন করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর কোনো কিছুই যে কাজে লাগেনি তা দেখিয়ে দিয়েছে রাজ্য পরিবেশ দফতরের এক রিপোর্ট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে রাজ্যে ঝাঁপ বন্ধ করেছে ২১,৫২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে বড় শিল্পের সংখ্যা ২৭১টি।

পরিবেশ দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬ সালে পরিবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল ৬০,৯৮০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ৩৯,৩৫৯। ২০১৬ সালে ছাড়পত্র পেয়েছিল ১৩৩৭টি বড় শিল্প। ২০২১ সালে যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৬৬। রিপোর্ট বলছে সবচেয়ে বেশি শিল্প বন্ধ হয়েছে দক্ষিণ ২৪

পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়ি জেলায়। অর্থাৎ শিল্পবন্ধের অভিঘাত ছড়িয়েছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ রেখায়। করোনা আবহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের যে সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছিল তার সরকারি ব্যাখ্যা মিলল রাজ্য পরিবেশ দফতরের পরিসংখ্যানে। এ রাজ্য কেন ১০০ দিনের কাজে প্রথম, কেন এ রাজ্যের সরকার আরো বেশি কর্ম নিশ্চয়তা দিবসের দাবি করে তারও উত্তর মিলল পরিবেশ দফতরের রিপোর্টে। মোদ্দা কথা রাজ্যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে রুজি–রুটির সংস্থান। যদিও শাসক দলের নেতারা একথা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি নেত্রী যেভাবে শিল্পের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন তার জন্যই অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল। শিল্পতেও অচিরে এর ফল মিলবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ফল মেলা তো দূরের কথা, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে চলেছে। পরিসংখ্যান বলছে গত ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে যার মধ্যে একটা বড় অংশ দখল করে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অফিস লিজের রিপোর্টও বলছে কলকাতাসহ দেশের মেগাসিটিগুলিতে ফের নামতে চলেছে গ্রাফ। হাজার হাজার স্কোয়ার ফুট অফিস স্পেস পড়ে রয়েছে ভাড়ার অপেক্ষায়। আসলে পশ্চিমবঙ্গর কঙ্কালসার শিল্প চেহারায় যতটুকু মাংস–মেদ–চামড়া ছিল তাও ছাড়িয়ে নিয়েছে কোভিড। যাকে সামাল দিতে বিনাপয়সায় খাদ্য বিতরণ করতে হয়েছে, দিতে হয়েছে আর্থিক অনুদান। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি যদি ভালোই হবে তবে অনুদানের প্রয়োজন কি?

শিল্প মহলের দাবি, সরকারের এখন ভেবে দেখা দরকার নেত্রীর এত ছোটাছুটি সত্ত্বেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? কার গাফিলতিতে বানচাল হয়ে যাচ্ছে নেত্রীর পরিশ্রম? কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে ভূমি দফতরের ঘুঘুর বাসার দিকে আঙুল তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদের টালবাহানায় এর জমি ওর হচ্ছে, শিল্পের ছাড় পত্র মিলছে না, আয়লা বাঁধের জমি অধিগ্রহণ পড়ে রয়েছে। এমন ঘুঘুর বাসা নিজের দলেও আছে বলে ধারণা তাঁর। সিন্ডিকেটের গুঁতোয় মেরে দিচ্ছে শিল্পের বীজ। কিন্তু এদের রুখবে কে? এ ক্ষমতা নেত্রীর আছে বলে মনে হয় না, থাকলে গত দশ বছরে নিশ্চয়ই এদের টিট করা যেত বলে সকলের ধারণা।

ভুয়ো চিকিৎসক ধৃত

অরিজিত মন্ডল : থানা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে রমরমিয়ে চলছিল ভুয়ো চিকিৎসক দিয়ে নকল ওষুধ ব্যবসা। আর এই ঘটনা সংবাদমাধ্যমের নজরে এলে পুলিশ আটক করে ভুয়ো চিকিৎসককে। আটক ভুয়ো চিকিৎসক লুইজ ফিলিপ পার্কস্ট্রিটের বাসিন্দা বলে জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভুয়ো চিকিৎসক লুইজ ফিলিপ নিজের প্রেসক্রিপশন প্যাডে একাধিক ভুয়ো ডিগ্রি ছাপিয়ে গত কয়েকমাস ধরে মগরাহাটের ধামুয়া,বানেশ্বরপুর সহ মগরাহাট থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একাধিক মেডিকেল হলে বসে রোগী দেখতেন।সম্প্রতি বেশ কয়েকজন রোগী চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তাদের সন্দেহ হয় যে ডাক্তার লুইজ ফিলিপ একজন ভুয়ো চিকিৎসক। এই ঘটনার তদন্তে নেমে স্টিং অপারেশন করি আমরা এর পরেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

আটক চিকিৎসকের দাবি, ২ নং ওষুধ কোম্পানির মাধ্যমে মগরাহাটে তাকে রোগী দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় যাতে ওষুধ কোম্পানির ২ নং ওষুধ বাজারে বিক্রি করা যায়। তবে এই চক্রের পেছনে আর কারা কারা রয়েছে সে বিষয়ে তদন্তে পুলিশ।

তবে এই ঘটনায় মেডিকেল শপের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি সংবাদকর্মীদের উপর চড়াও হন এমনকি তাঁর দাবি মগরাহাট জুড়ে এভাবেই নাকি ভুয়ো চিকিৎসকের রমরমা ব্যবসা চলছে। তবে প্রশ্ন উঠছে এই ভুয়ো চক্রের পেছনে কাদের মদত রয়েছে? ঘটনায় ডায়মন্ড হারবারের স্বাস্থ্য জেলা আধিকারিক ডাক্তার দেবাশীষ রায়কে জিজ্ঞাসা করলে কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নি। অন্যদিকে, এই ঘটনায় মগরাহাট ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তবে ইতিমধ্যেই মগরাহাট থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে পাশাপাশি তাকে আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিপজ্জনক পুল দিয়ে যাতায়াত

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : প্রায় ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি বিপজ্জনক পুলের প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ অংশ দীর্ঘ দিন ধরে ভেঙে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। আর এই বেহাল অংশে বিদ্যুতের পোস্ট ফেলে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা। ঘটনা টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি ও সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দুটির সংযোগস্থলে পশ্চিম রঘুনাথপুর এলাকায়।গত আমফানের সময় থেকে এই পোলটির কিছু টা অংশ ভেঙে পড়ায় সমস্যায় এই দুটি পঞ্চায়েতের ১৫–১৬ হাজার মানুষ। মূলত কৃষিজীবী মানুষের বসবাস এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই

এলাকায়। তাদের উৎপাদিত পণ্যে এই পোল ভেঙে থাকায় ঘুরপথে জয়নগরে নিয়ে যেতে সময় ও গাড়ি দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেড়ে গেছে বলে জানালেন গ্রামবাসীরা।তাছাড়া এই ভাঙা পোল দিয়ে প্রতিদিন আশেপাশের চারটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে।মাঝে দুবার কাঠ দিয়ে অস্থায়ী মেরামত করা হলেও তা ভেঙে যায়।তাই গ্রামবাসীরা চায় পাকাপোক্ত ভাবে স্থায়ী ভাবে এই পোলটি তৈরি করে দেওয়া হোক। জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারংবার জানিয়ে ও কোনো কাজ হয় নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তবে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে বলে জানালেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আতিয়ার রহমান পাইক ও জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত আলি খান।

"পুলিশকে টাকা দিয়ে মদের ব্যবসা করি"

সুভাষ চন্দ্র দাশ: মদ খেয়ে প্রতি নিয়ত অশান্তি চলছে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট দুমকি গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে। এমনই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। অভিযোগ রাতের অন্ধকারের গ্রামের বেআইনি মদ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে মদ কিনে খেয়ে অসামাজিক কাজকর্ম করছে বহিরাগতরা। এমন কারণে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট দুমকী গ্রামের মানুষজন। এমন ঘটনা থেকে মদমুক্ত গ্রাম গড়তে ডাক দিয়েছিলেন গ্রামের গৃহবধূরা। যেমন কথা তেমন কাজ। মঙ্গলবার বিকালে এলাকার ১০টি মহিলা গ্রুপের প্রায় শতাধিক মহিলা বেরিয়েছিলেন গ্রামের বেআইনি মদ ব্যবসায়ীদের বাড়িতে মদ বিক্রি বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়ে। সুশীলা পৈলান, লক্ষ্মী সরদার, বীথিকা মাইতি, রীতা প্রামাণিক, শেফালি মাইতি, সুমিত্রা সরদার, টুম্পা সরদার, ঝর্ণা দাস, চন্দনা সরদার, বন্দনা সরদার, রুকমানারা গাজী, সালমা, সায়েদা গাজী সহ শতাধিক মহিলার সামনে এক বেআইনি মদ বিক্রেতা গৃহবধূ তারস্বরে চিৎকার করে বলেন পুলিশ ও আবগারিকে টাকা দিয়েই মদ ব্যবসা করি। পুলিশ

মদ ব্যবসা বন্ধ করতে বললে মদ ব্যবসা বন্ধ করবো। তারপর মদ বিক্রি না করলে খাবো কি? বাড়িতে অসুস্থ স্বামী রয়েছে, কিডনি খারাপ, তারপর মেয়েদের পড়াশোনা খরচ রয়েছে। চলবে কী করে?'

এমন সব প্রশ্নের মুখে পড়ে মহিলারা হাল ছাড়তে নারাজ। তারা মদ ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে বলেন এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেরাও মদ খাচ্ছে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে অন্য কোনও ব্যবসা করুন আমরা অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করো।

দুমকী আনন্দময়ী উপ সংঘের সভানেত্রী দিপীকা দাস বলেন, এলাকায় মানুষজন অনেক সময় মদ খেতে রাস্তাঘাটে মাতলামো করে। পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে বহিরাগতরা গ্রামে ঢুকে মদ খেয়ে অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত এমন ঘটনায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা চাই মদমুক্ত গ্রাম গড়তে। তার জন্য আমরা গ্রামের মদ ব্যবসায়ীদের বাড়িতে গিয়ে মদ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য সতর্ক করেছি। এমন কি অনেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গচ্ছিত মদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে নষ্ট করে দিয়েছি। কয়েকটি পরিবার তাদের দারিদ্রতার কথা জানিয়েছেন। তারা যাতে অন্য কোনও ব্যবসা করতে পারেন তার জন্য আমরা তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছি।'

তিনি আরো বলেন, অনেক ব্যবসায়ী পুলিশ ও আবগারীকে টাকা দিয়ে মদ ব্যবসা করেন বলে জানিয়েছেন। আমরা আগামী দিয়ে প্রশাসনের কাছেও এই বিষয় নিয়ে দ্বারস্থ হবো। পাড়া থেকে মদ মুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের আন্দোলন জারি রাখবো। আমরা মদ মুক্ত গ্রাম গড়তে চাই।'

মরে গিয়েও বেঁচে থাকা যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ বছর ধরে সরকারি খাতায় তিনি নাকি মৃত। তবে দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানা এলাকার নিশাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঝাপবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আজিমা বিবি জমাদার। মহিলার অভিযোগ, গত ২০১৮ সালে তিনি জানতে পারেন ভোটার তালিকায় তার নাম নেই। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নিশাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হলে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয় তার মৃত্যুর শংসাপত্র দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে নাকি গৃহবধূর আবাস যোজনার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করেছে

পঞ্চায়েত প্রধান। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ গৃহবধূর। এরপর থেকে ভোটার কার্ড থাকলেও আজও ভোট দিতে পারেনি ওই মহিলা। এমনকি ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সুরাহা। তাই বিষয়টি নিয়ে ডায়মন্ড হারবার মহকুমাশাসকের কাছে লিখিতভাবে জানান ওই মহিলা।জানা যায়, ২ ছেলে ও ২ মেয়েকে নিয়ে রাস্তার পাশে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে বাস করেন আজিমা। স্বামী নেই তাই লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে হয় তাকে। শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় নিজের নাম তোলার জন্য ২ বছর ধরে প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে আজও মেলেনি সুরাহা।

এরপর পাঁচের পাতায়

শর্ত সাপেক্ষে সাগর মেলার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কুনাল মালিক : সাগর মেলা হবে কি না সে নিয়ে সংশয় ছিল। গত শুক্রবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট শেষমেষ শর্ত সাপেক্ষে সাগর মেলার অনুমতি দিল। ৩ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব, বিরোধী দলনেতা এবং মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এই কমিটিতে থাকবেন। এবং তারাই সাগরমেলার যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। কোনও অসংগতি বা ত্রুটি বিচ্যুতি হলে বা কোভিড স্বাস্থ্যবিধির অবনতি হলে মেলা বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। প্রসঙ্গত গত ৩ জানুয়ারি থেকে করোনা ও ওমিক্রণের জেরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বাধা নিষেধ জারি করেছেন। দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বহু ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশ আধিকারিকরা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র,

মেলা উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার অভিনন্দন মণ্ডল কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থে করোনার প্রকোপ কমাতে সাগরমেলা বন্ধের জন্য মামলা করেছিলেন রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে এবং কোভিড প্রোটোকল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য মহামান্য হাইকোর্টের কাছে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শেষমেষ হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে রায় দেওয়ায় রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের তৎপরতা শুক্রবার থেকে বেড়ে গেল। আলিপুরে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই অনেকেই গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এর আগে জেলা শাসক ড. পি উলগানাথন জানিয়েছিলেন সাগরমেলায় ঢোকার ৪০টি পয়েন্টে কোভিড টেস্ট হবে মজুত থাকবে ১০ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন এবং ২০ লক্ষ মাস্ক। এছাড়াও কোভিড হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার আউটট্রাম ঘাটে অস্থায়ী তীর্থ যাত্রী প্রাঙ্গণে গিয়ে চোখে পড়ল মিনি গঙ্গাসাগর। ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রী, সাধু, নাগা সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই মিনি গঙ্গাসাগরে জাঁকিয়ে বসেছে। গুজরাট থেকে আগত যশোনন্দ গিরি মহারাজ জানালেন আমাদের সাধুদের মাস্ক দেওয়া হোক। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এক সন্ন্যাসী সুনীল প্রসাদজী বললেন সরকারের ব্যবস্থা খুবই ভালো তবে গতকাল পর্যন্ত মেলা হবে কিনা এই সংশয় থাকায় কোনও এনজিও–ই সাধুদের খাবার বিতরণ করেনি। আশাকরি, এবার করবে। সব মিলিয়ে আউটট্রাম ঘাটে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। তবে অনেকেই বলছেন এবারের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। এখন দেখার শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলা কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে কতটা সফল হয়।

কলকাতা বাবুঘাটের সচেতন–অসচেতনতার খণ্ড চিত্র। ছবি : অরুণ লোধ

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 11, 8 January - 14 January 2022

ইতিবাচক থাকলেও হানা দেবে কারেকশন

পার্থসারথি গুহ

গত কয়েক মাসে বাজার যেভাবে 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ ১৮,৬০০–র গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা

প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২২ কিংবা ২০২৫–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো। কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না। মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ জানুয়ারি – ১৪ জানুয়ারি ২০২২

মেষ : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি হতে পারে দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। এই সপ্তাহে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

বৃষ : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

মিথুন : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

কর্কট : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

সিংহ : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

কন্যা : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

তুলা : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি আপনার কাজের উপযুক্ত ফলাফল পাবেন। আপনি কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার ব্যবসার আরও লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পাবেন।

ধনু : এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি লেখক, কবি বা অভিনেতা হন, আপনার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার জন্য সকালের সময় অনুকূল হবে। দিনের বেলায় আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন এবং ভাল চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসবে। আপনি এই চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত হবেন।

মকর : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক চাপ থেকে কষ্ট পেতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনার নিজের স্বাস্থ্য এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। আপনি একটি দুর্ঘটনায় আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারাতে পারেন।

কুম্ভ : আর্থিকভাবে এই সপ্তাহ আপনার জন্য স্বাভাবিক হবে। আপনি যদি শিল্প, সঙ্গীত বা লেখার সাথে সম্পর্কিত হন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য উপকারী হবে। এছাড়াও কিছু নতুন আর্থিক চুক্তি গ্রহণ করা হবে। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাবেন।

মীন : এই সপ্তাহে দুপুরের আগের সময় আপনার জন্য উপযুক্ত নয়। এই সপ্তাহে আপনি সকালের দিকে চিন্তাপূর্ণ থাকবেন। এই কারণে আপনি আধ্যাত্মিক শান্তি পেতে কোনো ধর্মীয় জায়গা পরিদর্শন করতে পারেন। যখন কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন।

উত্তরের জানালা

ভোট বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের আগে NO ROAD NO VOTE পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভে নামলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তা সারাই না হওয়ায় এবার পুরসভা ভোট বয়কটের ডাক দিল জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দারা। শহরের তিস্তা বাঁধ সংলগ্ন সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই ওয়ার্ডের রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় ধুলোবালি দিয়ে চলাচল করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই অভিযোগে এলাকার কয়েকশো পরিবার মিলে এবার ভোট বয়কটের ডাক দেন। মঙ্গলবার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোট বয়কটের আওয়াজ তোলেন সকলে। শিশু থেকে বয়স্ক সকলেই এই আন্দোলনে সামিল হন। সকলের সাফ কথা, বেহাল রাস্তা সারাই করা না হলে পুরসভা ভোট বয়কট করবেন তারা।

সেলুন খোলার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকাল ট্রেনের সময় বৃদ্ধি হতেই এবার পথে নামলেন সেলুন মালিকেরা। তাদের দাবি শপিং মলের মতো তাদেরও একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেলুন খোলা রাখার অনুমতি দিক সরকার। নইলে না খেয়ে মরতে হবে তাদের। করোনা রুখতে একাধিক বিধিনিষেধের মধ্যে বিউটি পার্লার ও সেলুন বন্ধ। আর এতেই সমস্যায় পরেছেন কয়েক হাজার ক্ষৌরকার। তাদের নির্দিষ্ট সময়ে সেলুন খুলতে দেবার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার দাবি জানিয়ে সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি দিলো জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষৌরকারা। ঘটনায় চন্দন মিত্র, মহেশ ঠাকুর নামে ক্ষৌরকারেরা জানান আমরা করোনা রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ তাকে সমর্থন করছি। কিন্তু শপিংমল বা অন্যান্য অনেককিছু একটি নির্দিষ্ট সময়ে খোলা রয়েছে। গত দু বছর ধরে লক ডাউনে আমরা প্রচন্ডরকম আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাই আমরা চাই সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের সেলুন খোলা রাখার অনুমতি দিক। এর পাশাপাশি আমাদের পরিবারের সদস্যদের কথা ভেবে আর্থিক সহযোগিতা করুক প্রশাসন।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার নিখিল সাহানির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। আগামী ২২জানুয়ারি শিলিগুড়ি পুরসভার নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর কয়েকটি ওয়ার্ডে প্রার্থী তালিকা নিয়ে ক্ষোভ দেখা যায়। তার মধ্যে হলো ১৮ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে পরপর দুইবার এর বিজয়ী কাউন্সিলর নিখিল সাহানি টিকিট পাননি। টিকিট না পাওয়ার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ

করেন। শুধু তাই নয় নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তবে শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন নিখিল সাহানি। তিনি জানান ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কথায় জানতে নিয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবেন। তবে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুরোধে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যিনি টিকিট পেয়েছেন , তার হয়ে প্রচার চালাবেন বলে জানিয়েছেন। গৌতম দেব এ প্রসঙ্গে জানান নিখিল খুব ভালো ছেলে। আবেগ তাড়িত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

২৯তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০২১–এর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা আজ অনুষ্ঠিত হলো স্টুডেন্ট হেলথ হোম জলপাইগুড়িতে।

এখানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় বাইশটি প্রজেক্ট পার্টিসিপেট করেছে এবং অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে উদ্বোধনী সংগীত এর মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ডক্টর রাজা রাউত মহাশয়, সম্পাদক জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, মাননীয় ডক্টর মানবেন্দ্রনাথ মৈত্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পি.ডি ওমেন্স কলেজ, মাননীয় ডক্টর বিপুল চন্দ্র সরকার মহাশয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ, মাননীয় শিক্ষক শ্রী দিলীপ হোর মহাশয়, ক্লাবের শুভানুধ্যায়ী তথা বর্ষিয়ান শিক্ষিকা মাননীয়া মাধবী দাস তালুকদার মহাশয়, মাননীয়া শিক্ষিকা শ্রীমতি রিমা আলম, বর্ষিয়ান শিক্ষক তথা জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের ভোটপট্টি শাখার অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রী জ্যোতির্ময় রায় ডাকুয়া মহাশয়, মাননীয় শিক্ষক শ্রী শুভময় খান কর্মকার, মাননীয় ডক্টর আকাশ চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এ.পি.সি. রায় কলেজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী সুমিত্র কুমার পাল মহাশয়, এছাড়াও জলপাইগুড়ি সায়েন্স এবং ক্লাবের মাননীয় সহ সভাপতি শ্রী তুলসী ধর, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর গৌতম ঘোষ মহাশয়।ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভ সূচনা হলো কোভিড–১৯ প্রোটোকল মেনে। ছোট ছোট শিশু বিজ্ঞানীরা তাদের প্রকল্প উপস্থাপন করেছে তিন–চারটি ঘরে যেখানে বিচারকরা তাদেরকে সুন্দর ভাবে বিচার করেছেন এবং আগামী ১৬ জানুয়ারি রাজ্যস্তরের কংগ্রেস যেটি অনলাইন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাদের সকলের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন জলপাইগুড়ি সায়েন্স এবং নেচার ক্লাবের সম্পাদক মাননীয় ডক্টর রাজা রাউত মহাশয়। আজ ২৯তম জাতীয় শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস ২০২১–এর জলপাইগুড়ি জেলা স্তরের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের জেলার এই আসরে সারা জেলা থেকে ২২টি প্রকল্প রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৮১

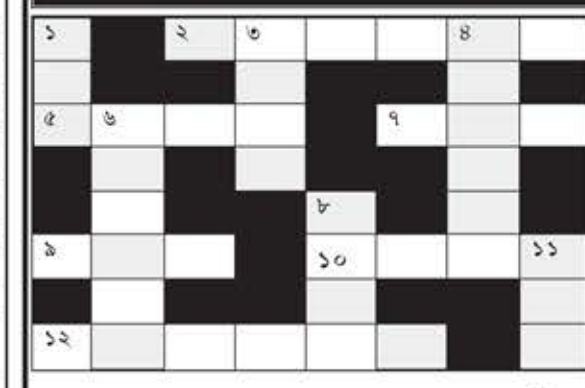

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। অত্যাধিক আলস্য পরায়ণতা ৫। জজ ৭। নকশা করা আঁচল ৯। শেষ, খতম ১০। ফুল চন্দন দিয়ে সুগন্ধ ১২। বিবাহে আদান প্রদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

উপর–নীচ

১। যে আমল চলে গেছে ৩। সৃজন শক্তি ৪। হিন্দু শাস্ত্র অনুমোদিত জীবনের প্রথম অবস্থা ৬। ভৃত্য বর্গ, দাসদাসী ৮। পুরস্কার ১১। লতার তুল্য।

সমাধান : ১৮০

পাশাপাশি : ১। আশকারা ৪। মরণাপন্ন ৫। ছেলেখেলা ৭। নাগরিকা ৯। দেবমাতৃক ১০। তাঞ্জাভুর।

উপর–নীচ : ১। আগেপাছে ২। রামলীলা ৩। উপর্যুপরি ৬। লেটারবক্স ৭। নাশকতা ৮। কার্যকর।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

গোমুখ থেকে পায়ে হেঁটে কপিল মুনির মন্দির পৌঁছলেন পরিবেশবিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁর একটাই ইচ্ছে। যেনতেন প্রকারে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা। প্রকৃতিকে বাঁচতে দেওয়া তার নিজস্ব ছন্দে। তাই প্লাস্টিক বর্জন করার বার্তা দিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন হুগলির বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সঞ্জিত কুমার দাস। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে দূষণমুক্ত রাখতে বিগত ৯৮ দিন আগে গঙ্গার উৎস স্থল গোমুখ থেকে তিনি পাঁয়ে হাঁটা শুরু করেছিলেন ২০২১ এর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে। দীর্ঘ ২০১০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ৫ জানুয়ারি বুধবার পৌঁচ্ছেন

গঙ্গার মিলনস্থলে। প্রায় তিন মাসের উপরে শত শত পথচলতি মানুষের সাথে তাঁর আলাপ হয়েছে। প্রত্যেককেই তিনি প্লাস্টিক বর্জন করে পরিবেশকে সুস্থ রাখার বার্তা দিয়েছেন। আর সেই বার্তা শুধু বার্তা হয়ে থেকে যায়নি। পরিণত হয়েছে সচেতনতা কর্মে। আর এই কাজে তাঁর স্ত্রী শুভদ্রা, পুত্র সৌম্যজিৎ, কন্যা অঙ্কিতা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পাশাপাশি পাশে পেয়েছেন অগণিত মানুষজন।৬৪ বছর বয়সেও তিনি একেবারেই যুবক। অইটিসিতে কর্মরত ছিলেন। বিগত চার বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এর আগেও একাধিকবার পাহাড়ে চড়েছেন। এবার তাঁর অদম্য ইচ্ছে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে প্রকৃতিকে ভালোবাসার জেদ আজ তাঁকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তাকে দেখে মনে হবে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন পিঠ একটা বড় ঝোলা নিয়ে। কিন্তু না। বার্ধক্যে পৌঁছেও তিনি পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার নিঃস্বার্থ দায়ভার যুবকের ন্যায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন হুগলি জেলার ত্রিবেণীর মনসাতলা বাসুদেবপুর মেন রোডের বাসিন্দা সঞ্জিত কুমার দাস।

অ্যাথেনা ইকো পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির বলাগড় এর গুপ্তিপাড়া চর কৃষ্ণবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গার তীরে ইকো ট্যুরিজম অ্যাথেনা ইকো পার্ক এর উদ্বোধন হলো। করলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রম রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না ,উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধক্ষ সরকারি আধিকারিক গণ। বর্তমানে পঁয়ষট্টি বিঘা জমি নিয়ে এই পার্ক তৈরি হচ্ছে এখন পঁচিশ তে বিভিন্ন ফুল ও বাহারি গাছ লাগানো হয়েছে শিশু দের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন জীব জন্তুর ও কার্টুন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামীদিনে নদিয়া, বর্ধমান এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পর্যটক এখানে আসবে। এখানে পিকনিক করার ব্যাবস্থা থেকে, কটেজ হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে এখানে রাত্রিবাস করা যাবে কটেজ ভাড়া নিয়ে।

রক্তদান শিবির

সঞ্জয় চক্রবর্তী: রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় দক্ষিণ নস্করপুর সন্তোষী ইয়ং সোসাইটির পক্ষ থেকে। প্রতি বছরের মতো এবছর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উৎসাহের সাথে রক্তদাতারা অংশগ্রহণ করে করোনা সুরক্ষার মধ্যে দিয়ে। এবছর মোট রক্তদাতার সংখ্যা ৩৮ জন। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে রক্ত দাতাদের থেকে রক্ত গ্রহণ করা হয় বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। প্রতি বছর এই কমিটির পক্ষ থেকে নানান সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মানুষের পাশে থাকে। ২ জানুয়ারি এই রক্তদান শিবির ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পরার মতো।

দেবতার আসনে পুজো করে শীত বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির বাবা–মায়েরা বৃদ্ধ হলেই তাঁদের আর খোঁজ রাখে না কেউই। অসহায় হয়ে পড়েন তাঁরা। শেষ বয়সে একাকীত্ব ভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকেন। ছেলে মেয়েরাও অবহেলার চোখে দেখেন। এমন ঘটনা নতুন নয়। যারফলে সুযোগ্য ছেলে–মেয়েদের জন্য অবহেলার স্বীকার হয়ে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আজ বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়েছেন। অনেকেই আবার ভবঘুরে হয়ে দিন যাপন করছেন রাজপথে কিংবা ফুটপাথে। এমন সব বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি উপলব্ধি করতে পেরেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের

সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলেন এলাকার প্রমিলা বাহিনী। তালদি এসটি–এস সি–ওবিসি অ্যান্ড মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক প্রমিলা বাহিনী পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইংরাজী নতুন বছরের প্রথমদিনেই এলাকার প্রায় ১৫০ বয়স্ক বৃদ্ধ–বৃদ্ধা পিতা–মাতাকে একত্রিত করেন। রীতিমতো পুরোহিত ডেকে আয়োজন করা হয় হোম যজ্ঞ। বৃদ্ধ পিতা–মাতাদের দেবতার আসনে বসিয়ে পুজোও করা হয়। পরে সেই সমস্ত অবহেলিত পিতা–মাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মাস্ক,স্যানিটাইজার এবং শীতের কম্বল।অন্যদিকে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদির প্রমিলা বাহিনীর এমন মাতৃত্ব সুলভ কর্মযজ্ঞকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এলাকার মানুষজন। তাঁদের দাবি অবহেলিতা বৃদ্ধ পিতা–মাতাদের প্রতি সন্তানের যে কর্তব্য রয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে আধুনিক সমাজকে শিক্ষা দিয়েছেন তালদির প্রমিলা বাহিনীর সদস্যারা। যা কিনা জেলা তথা রাজ্যে এমন দৃষ্টান্ত সর্বপ্রথম এবং বিরল।প্রমিলা বাহিনীর এমন উদ্যোগে খুশি বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা। প্রমিলা বাহিনীর অন্যতম সদস্যা রুপালি মন্ডল, বর্ণালী নাইয়া'রা জানিয়েছেন বৃদ্ধ পিতা–মাতা'রা যাতে করে অবহেলার স্বীকার না হয়,তারজন্য আমরা এমন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। প্রতিনিয়ত এমন কাজ চলতে থাকবে। যা দেখে সমাজের সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষজন বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

পাশে পথের সাথী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের সুন্দরবন মানেই পর্যটকদের এক গুরুত্বপূর্ণ বেড়ানোর ঠিকানা। কিন্তু সেসব পথে না হেঁটে এক মানবিক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল কলকাতার এক দল অধ্যাপকদের সংগঠন পথের সাথী কলকাতা। বছরের শেষ বুধবার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাখিরালয়, লাহিড়িপুর, সাতজেলিয়া, সাধুপুর, দয়াপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে আগত ব্যাঘ্রবিধবাদের হাতে একটি নতুন পশমের কম্বল তুলে দিলেন সংগঠন টি। ওই দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বেথুন কলেজের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা সুমিতা মুখোপাধ্যায়, টাকি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী আচার্য, মৌলানা আজাদ কলেজের পৃথা ম্যাডাম, বিশিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রাহক নবারুণ মল্লিক প্রমুখ। এই দিন পাখিরালয় দোলমন্দিরের মাঠে এই কম্বল বিলির অনুষ্ঠান টি সম্পন্ন হয়। তারা বিধবা মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদের ভবিষ্য কর্ম সংস্থানের বিষয়ে বিশেষ এগিয়ে আসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের

কথা বলেন। সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে আহত ও নিহত জঙ্গলজীবী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এবিষয়ে বহু গবেষক সংগঠক সরকারী প্রতিনিধিরা নিয়মিত ভাবিত হলেও তাদের দুর্দশার দিন কিছুতেই ঘুচোনো যাচ্ছে না। তাদের অসহায় জীবনের পাশে একটু সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই পথের সাথী কলকাতার এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্কুলে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো জয়নগরে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর বয়েজ স্কুলে। এদিন স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনতলার স্টোর রুম থেকে আগুনের শিখা দেখতে পায় আশেপাশের মানুষ। আর তাঁরা এসেই জল এনে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ইতিমধ্যে জয়নগর থানা ও জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্র ও পুরসভায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই জয়নগর থানা আসা বারুইপুর এসডিপি ও ইন্দ্রবদন ঝা নিজে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘটনার কিছু পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। তবে এই স্টোর রুমে কিছু সাইকেল পুড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন জয়নগর থানার এস আই চন্দ্রশেখর ঘোষাল,জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক সুকুমার হালদার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল, রথীন মন্ডল সহ আরো অনেকে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান বিড়ি সিগারেট জাতীয় কিছুর আগুন থেকে এখানে আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনা কে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আশায় স্বস্তিতে এলাকার মানুষ।

বাঘের কামড়ে আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের ভয় পিছু ছাড়ছে না সুন্দরবনের মানুষের কাছ থেকে। গত সপ্তাহে টানা ছয় দিন বাঘে মানুষের লড়াইয়ের পর কুলতলি থেকে বাঘবন্দি করতে পারে বন দফতরের কর্মীরা। তার পরে গত দুদিন ধরে বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোসাবার সাতজেলিয়া, চকঘেরী এলাকায়। এমনকি বাঘ তাড়াতে গিয়ে জখম হন এক বন কর্মী। আর এবার বছরের শেষ দিনে বাঘের কামড়ে গুরুতর আহত হলেন মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার দুই মৎস্যজীবী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ২৯ ডিসেম্বর বিএলসি পাশ নিয়ে মৈপীঠ উপকূল থানার নগেনাবাদ এলাকার তিনজন মৎস্যজীবী সুন্দরবনে মাছ কাঁকড়া ধরতে যায়। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় সুন্দরবনের জঙ্গলে সন্ধ্যায় জঙ্গলে পাশে নৌকায় ঘুমানোর সময় পাশের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বিশ্রামরত অমল দন্ডপাট নামে এক মৎস্যজীবীর উপর আক্রমণ করে। পাশে থাকা খোকন মুন্ডা নামে আরেক মৎস্যজীবী তাকে ছাড়াতে গেলে আহত হন। কোনওক্রমে নিজেদের বাঁচিয়ে মৈপিঠ উপকূল থানা এলাকায় ফিরে আসে। অমল দন্ডপাঠ গুরুতর আহত। বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খোকন মুন্ডা কুলতলি ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। গতবছর ২০২০ এই একই দিনে অভয় মন্ডল মারা যান বাঘের কামড়ে। আর একই দিনে কুলতলির দুজন মৎস্যজীবী গুরতর আহত হলেন। বাঘের ভয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এপিডিআরের জয়নগর শাখার সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,আমরা সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই করি।গত বছরে বাঘের কামড়ে মৃত অভয় মন্ডলের পরিবার আজও কোন সরকারি সাহায্য পায়নি। বাঘের কামড়ে মৃত ও আহতদের সরকারি সাহায্য দিতে হবে। নাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইল ফোনটি হারিয়ে যাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হলো এক বয়স্ক ব্যক্তির মোবাইল। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বহড়ু বাজার মোড় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সোমবার বিকালে গড়িয়া নিবাসী ৮৫ বছরের অবসর প্রাপ্ত এক সরকারি কর্মচারী অমিতাভ চক্রবর্তী মোয়া কিনতে বহড়ু বজারে আসেন। গাড়ি থেকে নামার সময় অসাবধানতা বশত তাঁর মোবাইল ফোনটি রাস্তার উপর পড়ে যায়। তিনি তখন কিছু বুঝতে পারেন নি। মোয়া কিনে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখেন তাঁর মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গেছে। তিনি কি করবে তখন বুঝতে না পেরে সোজা জয়নগর থানার দ্বারস্থ হন। থানায় সেই সময় ডিউটিরত এস আই রাজু গুপ্তা অমিতাভ বাবুকে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। আর ওনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এস আই রাজু গুপ্তা বহড়ু বাজারের থানার ও মিষ্টি দোকানের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে মোবাইলটি কে নিয়েছে তাঁর ছবি পায়। তাঁর পর সেই ছবি নিয়ে আশেপাশের এলাকায় খোঁজ শুরু করেন। আর তাতেই উদ্ধার হলো সেই মোবাইলটি। স্থানীয় শ্রীপুর পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকার এক ব্যক্তি ও তাঁর ছেলে সাইকেলে করে বহড়ু থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার ওপরে একটি ফোন পড়ে থাকতে দেখে ফোনটি নিজেদের কাছে নিয়ে চলে যায়। তবে মোবাইল টির সুইচ অফ করে দেন তাঁরা। গত মঙ্গলবার রাতে কাশিমপুর থেকে ফোনটি উদ্ধার করে বুধবার দুপুরে জয়নগর থানা থেকে গড়িয়া নিবাসী অমিতাভ চক্রবর্তীর হাতে ফোনটি তুলে দেন। এদিন দুপুরে ফোনটি পেয়ে আপ্লুত হয়ে অমিতাভবাবু জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলা ও জয়নগর থানার পুলিশদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এত তাড়াতাড়ি আমি হারিয়ে যাওয়া ফোনটি ফিরে পাবো তা কল্পনা করতে পারছি না। তাই এই কাজে এত দ্রুত তৎপরতার জন্য ডিউটিরত ওই এস আই সহ পুরো জয়নগর থানাকে পুলিশদের অভিনন্দন জানাই। পুলিশের এই কাজ দেখে আমার পুলিশের উপর আরও আস্থা বেড়ে গেল। ওই বয়স্ক ব্যক্তিটির মোবাইলটি তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে খুশি জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসন।

স্বাস্থ্য আধিকারিক,এস আই করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বজবজ-২ নম্বর ব্লকের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানালেন, ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ পার্থপ্রতীম সরকার এবং এস আই তথাগত ভট্টাচার্য করোনা আক্রান্ত। তাঁরা হোম আইলেশনে আছেন এবং ভালো আছেন। ব্লকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০র মধ্যে আছে। তবে আমরা রোজ পথে নেমে মানুষদের সচেতন করছি। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত দুটো ফেজ আমরা রুখেছি, তৃতীয় ফেজও রুখে দেব। আতঙ্ক নয় সতর্কে থাকুন। নোদাখালী থানার আইসি পার্থসারথী ঘোষও প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় নেমে নজরদারী করছেন। প্রসঙ্গত কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষ সচেতন হয়েছেন। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১৫-১৮ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের কোভিড টিকা করণ চলছে। যারা দ্বিতীয় ডোজ পাননি তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করছেন। বিভিন্ন বাজার এলাকায় কোভিড টেস্টেরও ব্যবস্থা করছে ব্লক প্রশাসন। তবে অনেকেই অভিযোগ করছেন যে বিভিন্ন বাজারে শারীরিক দূরত্ব বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। বড় বড় বাজারগুলো অন্তত সপ্তাহে একদিন বন্ধ করে স্যানিটাইজ করা হোক। সেই সঙ্গে অটো-বাস যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে নজরদারী ও স্যানিটাইজ করলে ভালো হয়।

বেহাল রাস্তায় দীর্ঘ দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত সোনারপুর রেল স্টেশন। এই রেল স্টেশন সংলগ্ন পরপর তিনটি স্কুল কামরাবাদ গার্লস, কামরাবাদ বয়েজ ও কামরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বহু পড়ুয়ার সমাগম। অথচ সোনারপুর স্টেশন থেকে ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের রাস্তাটি অত্যন্ত খারাপ। খুব কষ্টের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। বর্ষার সময় অবস্থা আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই রাস্তায় রেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন হলে মাটি খোঁড়ে, কিন্তু বামফ্রন্টের আমল

ইকে তৃণমূলের সব জমানাতেই বিধানসভা সদস্য রেল কর্তৃপক্ষের কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি থেকে সাধারণ বাসিন্দা কারোর আবেদনেই কেউ কর্ণপাত করে না। কামরাবাদ বয়েজ স্কুলের ঠিক পিছনে নেতাজী পল্লি মাইনবোড় লাগানো আছে, পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে দীর্ঘদিনের এই এলাকার জনসংখ্যা হাজার ছাপিয়ে যাবে, ওখান থেকেও প্রচুর ছাত্রছাত্রী কামরাবাদের স্কুলগুলিতে আসে। নেতাজী পল্লির ভিতরের পঞ্চায়েত আমলের রাস্তাটা গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে জুট বিছিয়ে সিমেন্ট সহযোগে বেশ কিছুটা যদি না নির্মাণ করত, পুকুর সংলগ্ন ওই রাস্তা জলভর্তি খালে পরিণত হতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, দিদিকে বলো, দুয়ারে সরকার আসে যায়। কিন্তু বহু মানুষ চলাচলের এই রাস্তার ভাগ্যে কিছুই জোটে না। রেল ও রাজ্য এই টানাপোড়েনে সাধারণ মানুষের অবাধে যাতায়াতের অধিকার হারাচ্ছে।

পর্যটন বন্ধে দিশেহারা সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরা মরশুমে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ ওমিক্রনের লাগামহীন বৃদ্ধির ফলে সোমবার থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল সুন্দরবনের পর্যটনকেন্দ্র গুলি। আবার কর্মহীন হয়ে পড়লো কয়েক লক্ষ মানুষ। মাথায় হাত সুন্দরবনের কয়েক লক্ষ্য ব্যবসায়ীর। শীত ভর ভরা ব্যবসায় জল ঢাললো আবার এই করোনা। আর কীভাবে দিন চলবে, জীবিকার কী হবে, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। রবিবার সরকারি নির্দেশ জারির পর সোমবার থেকেই বন্ধ সুন্দরবন। সুন্দরবন বন্ধ হওয়ার কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছেন হোটেল, লঞ্চ, বোট সহ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কয়েক লক্ষ মানুষ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ঘাট

গুলোতে লঞ্চ, বোট ফিরে এসেছে। মাতলা নদীতেও দেখা গেল সেই দৃশ্য। ট্যুর বাতিল করে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন বহু পর্যটক। সমস্ত হোটেল খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফেও। ফলে সবমিলিয়ে সুন্দরবন ট্যুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কয়েক লক্ষ মানুষ আজ দিশেহারা। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে বুঝতে পারছেন না তাঁরাও। সরকারের কাছে তাঁদের আর্জি, লোকাল ট্রেন বা মেট্রোর মত অন্তত ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে লঞ্চ, বোটে করে ভ্রমণের মত পরিষেবাগুলি চালু থাকুক। তাঁর ফলে সুন্দরবন ট্যুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মানুষেরা অন্তত খানিকটা হলেও বাঁচবেন। প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকার কারণে রবিবার বিকালে নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত পর্যটনকেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।এখন সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসা মূলত চলে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি- এই ৩ মাস জুড়ে। মূলত এই ৩ মাসের আয়ের উপরই নির্ভর করে প্রায় সারা বছর চলে সমস্ত লঞ্চ, বোট চালকদের। তাই পর্যটন বন্ধের সিদ্ধান্তে মাথা হাত এখানকার ব্যবসায়ীদের। সরকারি সিদ্ধান্ত কিছুটা শিথিলের আশায় সুন্দরবনের ব্যবসায়ীরা।

শুরু হবে টেলি আকাদেমির কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই বারুইপুরে টেলি অ্যাকাডেমির চারটি স্টুডিও তে কাজ শুরু হতে চলেছে। টেলি অ্যাকাডেমির চারটি স্টুডিওর ফ্লোরে জোরকদমে কাজ শুরুর তোড়জোড় চলছে। সোমবার দুপুরে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা টেলি অ্যাকাডেমির কাজ খতিয়ে দেখতে এসে এই কথা জানালেন। এ দিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সব কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই কাজ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন সিনেমার বাজার তেমন নেই। মানুষ টেলিসিরিয়াল-টেলিফিল্ম দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাই

এই অ্যাকাডেমির দরকার ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের জন্যই এই কাজ সম্ভব হলো। বিধানসভার যুব ও ক্রীড়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এটি। যেমন ফ্লোরে শুটিং হবে,তেমন নতুন ছেলে-মেয়েদের টেলিভিশনের জন্য এখান থেকেই তৈরি করা হবে।এদিন ওনাদের সাথে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য বিধায়ক জুন মালিয়া, ব্রজকিশোর গোস্বামী, কাঞ্চন মল্লিক, বিদেশ বসু, বিশাল লামা, অশোক দিন্দারা আসেন। ছিলেন বারুইপুর মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার, বিডিও মোশারফ হোসেন, সহ অন্যরা। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় কাজের হাল হকিকত জানতে সদস্যদের নিয়ে এক বৈঠকও করেন। তাতে কাজ কতদূর এগলো? কী সমস্যা আছে? তা জানতে চান অধ্যক্ষ। বৈঠকে বিধায়ক অশোক দিন্দা এই টেলি অ্যাকাডেমিতে সুইমিং পুল ও জিম নির্মাণের প্রস্তাব দেন। এই বিষয়ে সমর্থন করে বিধায়ক জুন মালিয়া বলেন, ১২ ঘণ্টা শুটিং করলে ৩ ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। তাই এই বিষয়গুলি দেখা উচিত। পরে তাঁরা টেলি অ্যাকাডেমি পরিদর্শনও করেন।আর এই এ্যাকাডেমি কাজ শুরু হলে টিভি সিরিয়ালের শুটিংয়ের কাজ আরও দ্রুত হবে বলে মনে করেন আগত বিধায়কেরা।

অভিযোগের পরেই শুরু হচ্ছে জমি জরিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই এবার নড়েচড়ে বসলো বারুইপুর ভূমি সংস্কার দপ্তর। বেশ কয়েক বছর পর বারুইপুর পুরসভা এলাকায় জমি জরিপের কাজ শুরু করলো ভূমি সংস্কার দপ্তর। বুধবার শিবানী পিঠ ও দত্ত পাড়া এলাকায় যায় ১৫ জন সদস্য এর দল। এই দলে ছিলেন বারুইপুর পুরসভার পুর প্রশাসক শক্তি রায় চৌধুরী। প্রসঙ্গত, গত ২৯ ডিসেম্বর সাগরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমি জরিপ বন্ধ আছে বলে অভিযোগ করেছিলেন পুর প্রশাসক শক্তি রায় চৌধুরী।আর তাঁর পরেই এই তৎপরতা। এদিন শক্তি রায় চৌধুরী বলেন, একই জমি জমি হাঙ্গর দের মদতে দুবার করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিলো, দুবার করে জমি হোল্ডিং হচ্ছিলো। বারে বারে এই সমস্যার জন্য মামলা হওয়ায় হাইকোর্ট ছুটতে হচ্ছিলো। পুর নাগরিকরা ট্যাক্স দিয়েও হয়রান হচ্ছিলো। কয়েক বছর ধরেই জমি জরিপের কাজ বন্ধ ছিল। তাই অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম।এদিন জমি জরিপ শুরু হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ। তিনি এও বলেন, আমি আশাবাদী মার্চ মাসের মধ্যেই জমির পরচা বেরিয়ে যাবে। এদিন বারুইপুর ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে ফিল্ড ওয়ার্কের পর বিকালে ফুলতলায় এই নিয়েই এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়. তাতে বলা হয়েছে বারুইপুরে জমি জরিপের কাজ দ্রুত শুরু হবে।

করোনা রুখতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাক্তার বিশেষজ্ঞ সকলেই স্বীকার করছেন রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউ এসেই পড়েছে। দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ছুঁই ছুঁই। তবে আশার কথা করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন এখনও পর্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। আক্রান্তের সংখ্যা

বাড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আক্রান্তরা উপসর্গহীন বা মৃদু উপসর্গ যুক্ত। অক্সিজেন বা বেডের জন্য হাহাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। অনেকেই হোম আইসোলেশনে থেকে কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হচ্ছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যেভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে কয়েকদিনের মধ্যে তা বেড়ে দৈনিক ৩০-৩৫ হাজার হতে পারে। বিশেষত বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা যে হারে আক্রান্ত হচ্ছেন- তা খুবই উদ্বেগের বিষয়। তাই প্রশাসন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৯টি ব্লকে করোনা রুখতে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি জোরদার করেছে। প্রতিটি থানার পুলিশ প্রশাসন এবং ব্লক প্রশাসন রাস্তায় নেমে জনগণকে মাস্ক পরতে বলছেন। বিনা মাস্ক পথচারীদের আটকও করা হচ্ছে। বাইরে বেরোলে মাস্ক পরা যে বাধ্যতামূলক- তা প্রশাসন নিশ্চিত করতে প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি নিচ্ছে। বিভিন্ন বাজার এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে সপ্তাহে কোথাও চারদিন বা পাঁচদিন বাজার খোলা রেখে অন্যদিনগুলি বন্ধ রেখে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। যেমন পূজালি পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস জানালেন, পূজালী বাজার সপ্তাহে চারদিন খোলা থাকবে। চড়িয়াল-নোদাখালী-বারুইপুর-জয়নগর সর্বত্রই নজরদারী চলছে। সোনারপুর-রাজপুর, বাসন্তী, ক্যানিং-এ বাজার বন্ধের ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস গত ৫ ডিসেম্বর বাউল শিল্পীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার করেন। নোদাখালী নতুন রাস্তায় পান বাজারের সামনে পথ চলতি মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য করোনা টেস্টের ব্যবস্থা করেন। ৫৬ জনের মধ্যে ২ জনের পজিটিভ হয়। তাদের হোম আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্লকে করোনার কারণে গৃহবন্দী মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হলেও সাগর দ্বীপে স্যানিটাইজেশন ও মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে। সর্বত্র মাইকিংএর মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে প্রচার চলছে। গত বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০র মতো। মহেশতলায় একটি ৫০ জনের জন্য সেফ হোম করা হয়েছে।

বন্ধ এটিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত প্রায় দু সপ্তাহ ধরে বন্ধ হুগলির গুপ্তিপাড়া রথ সড়ক এর স্টেট ব্যাংক এর এটিএম টি, এতে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়েছে এই এটিএম ব্যাবহারকারীদের

কথায় প্রায় এটি অচল করে রাখা হয়,এদিকে এখন ব্যাংক এর শাখায় টাকা জমা করতে গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকার নিচে টাকা জমা হবে না বলে জনৈক গ্রাহক রাজশেখর চ্যাটার্জিকে ফেরত পাঠানো হয় ও কিয়স্ক উপশাখায় টাকা জমা করার জন্য ব্যাংক থেকে বলা হয়, তার অভিযোগ বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে গ্রাহক টাকা জমা করলেও ওই টাকা তার অ্যাকাউন্ট এ জমা পরে না। গ্রাহকদের অভিযোগ ব্যাংক ও কিয়স্ক শাখার অসাধু চক্রসক্রিয় এবং এই অচলাবস্থা।

গ্রাহকদের দাবি, অবিলম্বে এটিএম টি চালু করতে হবে ও শাখাতে সমস্ত রকম গ্রাহক পরিষেবা দিতে হবে, ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে গুপ্তিপাড়া শাখায়। এ বিষয়ে ব্যাংকের শাখার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

লকডাউন মৃৎশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় আছে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। ঠিক তাই। একে করোনা মহামারির জন্য মৃৎশিল্পীদের বছর ভোর সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। তার উপর বাঁশ,খড়,দড়ি, রঙ,প্রতিমা তৈরি সাজের জিনিস সবই আকাশ ছোঁয়া দাম। যদিও ধীরে ধীরে মানুষ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল। আবার পুনরায় করোনা মহামারি ফিরে আসায় যেমন সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ তেমনি মৃৎশিল্পীরাও যে সিঁদুরে মেঘ দেখছে তা বলাই বাহুল্য। সামনে সরস্বতী পুজো। কিছু প্রতিমার বরাত এলেও, তেমন করে বরাত নেই বললেই চলে। হাওয়া আন্দুল প্রসন্নের মৃৎশিল্পীরা এখন তাই দুঃচিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। নতুন করে করোনা মহামারি ফিরে আসায় সরকারি ভাবে চালু হয়েছে বিধি নিষেধ। ফলে চলছে লকডাউন। সরকারি কড়া বিধি নিষেধে মৃৎ শিল্পীদের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। এখন চিন্তা নতুন করে প্রতিমার বরাত পাবে তো ? এই চিন্তায় রাতের ঘুম কেড়েছে মৃৎশিল্পীদের।

তারা আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে ঋণের বোঝার সামনে দাঁড়িয়ে। কারণ প্রতিমা তৈরি জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়ে গেছে। আর যদি প্রতিমার বরাত ঠিক মত না পায় তা হলে ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পীদের সরকারি সাহায্যই তাদের বাঁচাতে পারে। সরকারি সাহায্য কথা সময় বলবে। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরি করে চলেছে বুক ভরা আসায়। এখন দেখার সেই আসা তাদের কতখানি পূরণ হয়।

উষ্মা প্রকাশ অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত গঠনে স্কুলের অবদান অনেক। আর সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মথুরাপুর সীতাগাছির বাসিন্দা নিতাই চাঁদ কুড়ুই-এর দেওয়া আড়াই বিঘা জমির উপর রামনগরে ১৯২৩ সালের ২ জানুয়ারি মথুরাপুর হাইস্কুল তাঁর পথচলা শুরু করেন। সে সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্থানীয় সুশীল কৃষ্ণ নাইয়া। যিনি ১৯২৩ সাল থেকে টানা ২৮ বছর এই স্কুলের দায়িত্ব ভার টেনে নিয়ে চলেন। যা শতবর্ষে এসে পড়েছে এবছর। আর রবিবার মথুরাপুর হাইস্কুলে সেই শতবর্ষের সূচনা হয়ে গেল বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এদিন প্রদীপ জ্বেলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করে অধ্যক্ষ বলেন,একটা ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের গোড়াপত্তন ঘটে এই স্কুলের হাত ধরে। তাই শিক্ষার কোনো শেষ নেই। ভালো শিক্ষাই একজনকে ভালো মানুষ তৈরি করতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ব্লক স্কুল পরিদর্শককে মঞ্চে দেখতে না পেয়ে অধ্যক্ষ উষ্মা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,স্কুলের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে কেন তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েও এলেন তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অশেষানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী অজিতাত্মানন্দজী মহারাজ,জেলা পরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র হালদার,মথুরাপুর ১ নং বিডিও তারাশংকর প্রামানিক,মথুরাপুর থানার ওসি সলিল মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শকুন্তলা হালদার, মথুরাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনী পাত্র, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি,জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নুরুল হক সিপাহি সহ আরো অনেকে। এদিন সকালে মথুরাপুর হাইস্কুল থেকে মথুরাপুর দেওয়ানহাট,হাসপাতাল মোড়,বাপুলীবাজার হয়ে স্কুলে এসে প্রভাত ফেরী শেষ করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। এদিন সারাদিন ধরে নৃত্য,গান,মুকাভিনয়,আবৃত্তি, বাউল সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষের সূচনা পর্ব শেষ হয়। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনী পাত্র বলেন,সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা শতবর্ষ পালন করবো। আগামী বছর ২ জানুয়ারি ৫ দিন ধরে আমরা বড় মাপের অনুষ্ঠান করবো।

বন্ধ হল পিকনিক স্পট

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার লাগামছাড়া বাড়বাড়ন্তের জেরে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত পিকনিক স্পটে পিকনিক করা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে অধিকাংশ পিকনিক গার্ডেনের মালিকরা বেশ সমস্যায় পড়েছেন। আগে থেকে অগ্রিম নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অতিমারির জেরে প্রশাসন আর ঝুঁকি নিতে নারাজ, সেই সরকারী নির্দেশকে মান্যতা দিতেই পিকনিক স্পট বন্ধ করে দেওয়া হল। গত ৪ জানুয়ারি নোদাখালী থানার পুলিশ বিভিন্ন গার্ডেনে হানা দিয়ে বেশ কয়েক জনকে আটক করেন। পরের দিনও বেশ কয়েকটি গার্ডেনে লুকিয়ে পিকনিক হয়েছে। বনভোজন পিকনিক গার্ডেনের মালিক তপন হালদার বলেন, আমরা সরকারী নির্দেশ নিশ্চয় মানব, তবে সকলেই যেন

তাদের বাগান বন্ধ রাখে, এটা প্রশাসনকে দেখতে হবে। অনেক বাগান মালিক জানিয়েছেন, প্রশাসন যদি পঞ্চাশ শতাংশ লোক নিয়ে কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মেনে আমাদের পিকনিক করার অনুমতি দিত তাহলে আমরা আর্থিক ক্ষতিপূরণের হাত থেকে রেহাই পেতাম। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর কাছে এই মর্মে বাগান মালিকরা একটি আবেদন করেছেন। এ ব্যাপারে বুচান বাবু বলেন, ওনারা চিঠি দিয়েছেন, তবে সরকারী নির্দেশ আমরা অমান্য করতে পারব না। আমি বিষয়টি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।

করেনা পরিস্থিতিতে অনেক মেলা ও উৎসবও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেমন আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে স

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা,৮ জানুয়ারি –১৪ জানুয়ারি, ২০২২

ভোটোমিটারের ভেটে বঙ্গ রাজনীতি

বাংলার রাজনীতি কবে একটু ধাতস্থ হবে তা সত্যি লাখ টাকার প্রশ্ন। শুধুমাত্র কয়েকটা সস্তার গিমিক দেওয়া প্রকল্পে বাজিমাত করা আর ভোট ক্যাচ করাই এখন যেন ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলা বলে নয় দেশ এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণ দ্রুতহারে ছড়াচ্ছে। এই দেখুন একে আবার কোভিড সংক্রমণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না।

এই সংক্রণের সবটাই ভোটমুখী। একটা সফটওয়ার যেন বসানোই আছে ভোট কম্পন মাপার জন্য। ধরা যাক তার নাম ভোটোমিটার। সেই মিটার সারাক্ষণ রিডিং নিয়ে চলেছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ভোটারের। বলাবাহুল্য নেগেটিভ ভোটার ধরা পড়লে রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা মেরামতের কাজ আরম্ভ হচ্ছে। সামান্য পুরসভার ভোট (যদিও কলকাতা পুরসভার একটা আন্তর্জাতিক ইমেজ রয়েছে) নিয়েও সেই ভোট কট কট চলছে। খোদ বড়মাপের নেতারা নাকী শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভোটার লিস্ট মিলিয়ে দেখছেন তাদের পক্ষের ভোটাররা ঠিক মতো মাঠে নামছেন কীনা। যেই ভোট ক্যাচিং মেশিন জানান দিচ্ছে সমাজের একটা বড় অংশের মানুষ বিপক্ষ অবস্থান নিতে চলেছে অমনি নয়া ফরমুলা প্রয়োগ করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এই ফর্মুলা হল অত্যন্ত সহজ উপায়ে মানুষের ভোটকে নিজেদের ঝোলায় পোরা। এই ভোট ক্যাচিং থেরাপির পাল্লায় পড়ে উন্নয়নের লক্ষ্মী যে রাজ্যের ভাঁড়ার ছেড়ে অস্তাগত হচ্ছে সেদিকে কারো নজর থাকে না। একদিকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মাধ্যমে তাহলে কী অলক্ষ্মীর আবাহন করা হচ্ছে? এই দেখুন লক্ষ্মী–অলক্ষ্মীর দোলাচলে পড়ে কেমন ঘেঁটে যাওয়ার অবস্থা হচ্ছে না। কেউ কেউ তো রে রে করে তেড়েও আসতে চাইবেন। এ কেমন তরো কথা হে! একটা ভালো প্রকল্পকে এভাবে বাঁকা চোখে দেখছ? কথাটার সেই মুহূর্তে কোনও জবাব দিলে হয়তো চিলচিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে যেতে পারে (ওই টিভি চ্যানেলের ডিবেটগুলিতে যা হয় আর কী) । কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় হল ভর্তুকি দিয়ে কোনওদিনই কোনও জনজাতির উত্থান লাভ সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত চিন্তা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এখানে কিন্তু যা চলছে সবটাই আবেগায়ন। যা কিছু চলছে সবটাই যেন আবেগের রথে রথিয়ান। এত কিছু প্রকল্প তাহলে কী নিতান্তই জলে ফেলে দেওয়ার। এখানেও জবাব হল আগে ঘর সামলে তারপর ' ঘর এক পরিবার ' এর কথা ভাবতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত প্রায় ৪৪–৪৫ বছরে (১৯৭৭ থেকে) যে সরকারই এসে তারা জনসাধারণের কথা যত মুখে বলেছে, ইয়া বড় সব কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তার কণাটুকু উন্নয়ন ঘটাতে পারে নি। সব থেকে গোল্লা পেয়েছে এ রাজ্য যে বিষয়ে তা হল শিল্প। আর কে না জানে শিল্পেই বসতি লক্ষ্মী। কোনও ভাণ্ডারের লক্ষ্মী আর শৈল্পিক লক্ষ্মীর মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। সেই শিল্পলাভ কী তাহলে আমাদের কাছে রূপকথার ফ্যান্টাসি হয়েই থাকবে। মাঝেমধ্যে কেউ একজন ঝুলি থেকে কুমিরছানা দেখানোর মতো বের করবেন, করেই চলবেন যুগযুগান্তর ধরে। মোদ্দা কথা হল দেশ বা দশের (এখানে পড়ুন রাজ্য) সার্বিক উন্নতি ঘটাতে হলে সবার আগে ফান্ডামেন্টাল ভিত গড়তে হবে। যার কাঁচামাল হবে শিল্প (কখনই চটুল প্রকল্প নয়)।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মারূপ হচ্ছেন তিনটি স্বাংশ তত্ত্বের একটি এবং সমষ্টিগতভাবে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণুতত্ত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব– এই তিন মুখ্য দেবতার এক জন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে অভিহিত। তিনি প্রতি জীবের মধ্যে সর্বব্যাপী পরমাত্মারূপে বিরাজিত। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সকল জীবের সমষ্টি অন্তর্যামী। এই দুজন ছাড়াও কারণ–সমুদ্রে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু শায়িত আছেন। তিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। যোগপদ্ধতি একনিষ্ঠ যোগ অনুশীলনকারীকে শিক্ষা দেয় যে, কিভাবে এই জড় সৃষ্টির চব্বিশটি উপাদান অতিক্রম করে বিষ্ণুতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানালোচনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহনিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল আলোক নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধির সহায়ক। এটি যেমন ভাগবদ্গীতায় (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, তেমনই ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০) বলা হয়েছে–

যস্য প্রভা প্রবতো জগদণ্ডকোটি–
কোটিশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

ফেসবুক বার্তা

কেদারনাথ মন্দিরের ঠিক পিছনে সেই ঐশ্বরিক শিলা, যেটা ২০১৩ সালে মহাপ্লাবনের সময় পিছনের পাহাড় থেকে নেমে এসে ওই জায়গায় আটকে যায় এবং মন্দিরটিকে রক্ষা করে। এই শিলাটি 'ভীম শিলা' নামে পূজিত হয়।

৩৯০ বছরের ব্যবধানে দুই যুগপুরুষ নিত্যানন্দ–বিবেকানন্দ

নির্মল গোস্বামী

এ যেন বাংলা মায়ের দুই যমজ সন্তান। একই দিনে বাংলার মাটিতে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারিখটা হল ১২ জানুয়ারি। একজন ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি বাংলা মায়ের কোল আলো করে এসেছিলেন মধ্যযুগের যুগ সন্ধিক্ষণে। আর একজন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ওই একই দিনে বাংলার ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন আধুনিক যুগ দ্রষ্টা হিসাবে। একজনের ছোটবেলার নাম কুবের। পিতা হাড়াই পণ্ডিত বা মুকুন্দ ওঝা, মা পদ্মাবতী দেবী। জন্মস্থান বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ব্লকের এক চক্রা গ্রামে। আর একজনের জন্ম কলকাতার সিমলার দত্ত পরিবারে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। ৩৯০ বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের এক অদ্ভুত সমাপতনকে ঠিকঠাক জানলে দেহমন পুলকিত হয়। মনে হয় অতীত শুধুমাত্র বয়ে যাওয়া মৃত সময় নয়। কিছু গৌরবের স্মৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অবকাশ রাখে সে। একজনের জন্মের আগে মা কাশীর বিশ্বনাথের কাছে মানত করেছিলেন পুত্র সন্তানের জন্য। আর একজনের পিতা ময়ূরেশ্বর শিবের 'নিত্য পূজারী' ছিলেন। ফলে সন্তানের কামনায় নিশ্চয় তিনি শিবের কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আমরা সকলেই জানি যে ছোট বিলের প্রিয় খেলা ছিল ধ্যান ধ্যান খেলা। আর একজন সেই ৮ বছর বয়সে বাবা মা পরিবারের মায়া কাটিয়ে এক মহৎত্বর জীবনের হাতছানিতে এক অজানা সন্ন্যাসীর অনুগমন করেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের পথে প্রান্তরে পর্বত কন্দরে মন্দিরে মন্দিরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে একদিন বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন। তত দিনে তিনি শৈশব কৈশোর পার করে যৌবনে পর্দাপণ করেছেন। বহু সাধনার পথ চেয়ে বহু সাধকের সঙ্গ পেয়েও তিনি অতৃপ্ত। কোনও নির্দিষ্ট সাধন ধারায় তিনি ধরা পড়েননি। তাই তার পরিচয় অবধূত। বৃন্দাবনে এসে তাঁর অতৃপ্ত প্রাণ কৃষ্ণের জন্য কেঁদে উঠল। তিনি ধ্যান যোগে জানতে পারলেন কৃষ্ণ বর্তমানে নদিয়ায় গৌর রূপে লীলা করছেন। তিনি সত্বর নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গোপনে থাকতে শুরু করেন। এদিকে গৌরা রায় জানতে পারলেন যে তাঁর লীলা সহচর নবদ্বীপে এসেছে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে নি। তাই তিনি একদিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে নিত্যানন্দকে নিয়ে এলেন।

এদিকে বিলে আধুনিক শিক্ষায় বিএ পাশ করেছে। খেলাধূলা, শরীর চর্চা, সঙ্গীত চর্চা করতে করতে তিনি বিলে থেকে নরেন দত্ত নামে কলকাতা সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি অনীহা। দেব দেবী ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাই মাঝে মধ্যে ব্রহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করেছেন। এক ব্রাহ্মণ সমাজের অনুষ্ঠানে নরেনকে গান গাইতে দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার লীলা সহচরকে চিনে ফেললেন। তিনি নরেনকে ডেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে অনুরোধ করেন। তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। উভয়ের ক্ষেত্রেই গুরু তাদের চিনে নিলেন।

একজন কাজ শুরু করেছিলেন মধ্যযুগের অশান্ত পরিবেশে। একদিকে ইসলামিক শাসনে জর্জরিত মানুষ বাধ্য হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ করতে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের অনাচার। যাগযজ্ঞ, বলি, জাতপাত, সমাজকে ভেতর থেকে ক্রমশ ফোঁফরা করে দিচ্ছে।

এহেন অশান্ত সময়ে গৌরাঙ্গকে সঙ্গী করে নিত্যানন্দ কাজ শুরু করলেন বাংলায়। আজীবন সন্ন্যাসীকে একদিন মহাপ্রভু আদেশ দিলেন বিবাহ করে সংসারি হতে। নিতাইকে বললেন আদর্শগৃহীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে তুমি। আদর্শ গৃহী হলে তবেই আদর্শ সন্তানের জন্ম হবে। আর আদর্শ সন্তান হলে তবেই আদর্শ নাগরিক তৈরি হবে। আর আদর্শ নাগরিক তৈরি হলে সমাজ রক্ষা হবে, ধর্মরক্ষা হবে। তিনি মহাপ্রভুর যুগধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন।

আর একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও নিরক্ষর পাগল ঠাকুরকে

গুরুপদে ব্রতী করলেন। গুরুর কাছে তিনি বললেন যে তিনি ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকতে চান। গুরু তিরস্কার করে বললেন, তুই কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবছিস। কোথায় বট বৃক্ষের মতো হবি। সংসার তাপে তাপিত মানুষ তোর ছায়ায় দুদণ্ড শান্তি লাভ করবে। গুরুর বাক্যকে শিরোধার্য করে তিনি প্রথমে ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলেন। বুঝলেন যে ধর্মের থেকে ভারতের মানুষদের চাই অন্ন–বস্ত্র–শিক্ষা। আর শিক্ষাই পারে অন্ধ বিশ্বাস জাতপাত ছোঁয়াছুইয়ের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে। মুচি, মেথর, চামার, দরিদ্র ভারতবাসীকে বুকে টেনে নেবার ডাক দিলেন। তিনি বললেন, আধুনিক ভারত বের হবে লাঙ্গলের ফলা থেকে, কামারের হাতুড়ি থেকে, কুমোরের চাক থেকে এককথায় গেরুয়া বসন পরে শুদ্র জাগরণের ডাক দিলেন।

মধ্যযুগে ঠিক একইভাবে নিত্যানন্দ আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলেছিলেন যে তুমি যাকে আমাকে দিবে, আমি তারই হব। তাই নিতাই গৌর বিতরণ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি সমগ্র বাংলা দেশে প্রেমধর্ম প্রচার কল্পে ১০০ মাইল দূরে দূরে একটা করে সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে শাস্ত্রচর্চা, কাজ, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, ভাস্কর্য, আয়ুর্বেদ, সৃপবিদ্যা, চিত্রশিল্প, পুষ্পপত্র শিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, চারু শিল্প, আলপনা তথা চন্দনশৃঙ্গার ও কেশসজ্জা, নাটক, অভিনয়, নাচ, গানবাজনা, নৈবেদ্য প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এছাড়াও পরিপাটি স্বাস্থ্যচর্চা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হতো। পুরী থেকে মহাপ্রভু নিত্য নতুন পরিকল্পনা পাঠাতেন আর নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর দ্বাদশ গোপালের সাহায্যে ওই সাংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে বাস্তবায়িত করতেন। একদিকে মানুষকে রুটি রুজির উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। অপরদিকে ধর্মসংস্কৃতি রক্ষার সুবিপুল আয়োজন করেছিলেন অমানুষিক দক্ষতায়। সমাজকে পাল্টাতে হলে সমাজের চালিকাশক্তি শ্রমজীবী মানুষগুলোকে সমাজে সম্মানের আসনে বসাতে হবে। নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে অকাতরে নিজ ধর্মে সামিল করে নিতেন। শুধু অন্তজ্য শ্রেণি নয়, তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন

কারণে সমাজচ্যুত হওয়া মানুষদেরও তিনি পঞ্চম বর্ণে সামিল করে নিলেন। তৎকালীন ঢাকার জেলখাটা বারশো মানুষকে তিনি উদ্ধার করে ঠাঁই দেন পঞ্চমবর্ণে। পাহাড়ি অসভ্য–অর্ধনগ্ন মানব গোষ্ঠীকেও তিনি সামিল করেছিলেন চৈতন্য ধর্মের অঙ্গনে। তাই আজও তাদের মধ্যে কীর্ত্তনের চল দেখা যায়।

বিবেকানন্দের মতো তিনিও শূদ্র জাগরণ ঘটিয়ে ছিলেন সেই মধ্যযুগে। এবং তাঁর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন আজ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অনুরূপ ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে।

স্বামীজী কলকাতায় দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের সেবার জন্য বেলুড় মঠ বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলতেন, আমি স্বপ্ন দেখি বেলুড় মঠে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অভুক্ত মানুষ খাচ্ছে। এতো ভাত হচ্ছে যে নর্দমা দিয়ে ফ্যানের স্রোত বয়ে গঙ্গায় মিশছে। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়ে ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সপ্তগ্রামে এক অন্নছত্র খুললেন। সেখানে এতো লোকের খাবার হতো যে তা রান্না করার জন্য ৩০ বিঘা জমির উপর রান্নাঘর তৈরি হয়েছিল। পরে ওই জায়গায় রেলের স্টেশন তৈরি হয়েছিল এবং সেই স্টেশনের নাম ছিল ৩০ বিঘা স্টেশন। অনেক পরে নাম বদল করে বর্তমান আদি সপ্তগ্রাম স্টেশন নামে পরিচিত।

উভয়ের নাম গুরুর সঙ্গে এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিবেকানন্দ কত বড় যোগী ছিলেন তা ভুলে মানুষ ধর্ম সংস্কারকরূপে তাঁকে বেশি মনে রেখেছে। আর নিত্যানন্দের সমাজ সংস্কারক ভূমিকা ভুলে মানুষ শুধুমাত্র ধর্মাত্মা পরিচয়টুকু মনে রেখেছে। উভয় মহাত্মার দুই রূপকে যথাযথভাবে জানাটা বোধহয় আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ইতিহাসের স্বার্থে।

ভারতের প্রশংসনীয় রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই প্রথমবার ভারতের লিঙ্গ অনুপাত আশাপ্রদ, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০২০:১০০০ ভারতের অর্থনীতি ২০১৪সালে দশম স্থানে ছিল, ৮০০ ডলার বিলিয়ন বৃদ্ধির সঙ্গে২০২১সালে ভারত ষষ্ঠ স্থান উঠে এসেছে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের ভারত সপ্তম স্থানে ছিল, ২০২১ সালে মেক্সিকোকে ছাড়িয়ে ষষ্ঠ স্থানে চলে এসেছে।

ভারত ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন নির্মাতা হয়ে উঠেছে। বিশ্বের সমস্ত রেটিং এজেন্সি ভারতের জিডিপির জন্য প্রবৃদ্ধির অনুমান বৃদ্ধি করেছে। উজ্জ্বলা, স্কিম এবং আয়ুষ্মান ভারত–এর মতো

উদ্যোগগুলি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে। বিশ্ব প্রদান সূচক ২০২১ অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ১৪, ২০১৪ সালে ভারত ৬৯তম স্থানে ছিল। চলতি অর্থবছরের শেষের দিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে। নতুন ভারত সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। ভারত এখন জলবায়ু পরিবর্তন কর্মক্ষমতা সূচকে দশম স্থানে রয়েছে, ২০১৪ ভারত ৩০ নম্বর স্থানে ছিল।

বিশ্বের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যার নিরিখে, ২০১৪ সালে ভারত দশম স্থানে ছিল, এখন দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে।

ইস্পাত তালিকায় ২০১৪ সালে ভারতের চতুর্থ অবস্থান থেকে এখন দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। উদ্ভাবনী তালিকায় ২০১৪ সালের ভারতের স্থান ছিল ৭৬, এখন তা হয়েছে ৪৬। বিশ্ব পর্যটন তালিকায়, ভারত ৩৪তম স্থানে উঠে এসেছে, ২০১৩ সালে তা ৬৫তম স্থানে ছিল।

ভারত বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ এবং এর অন্যতম সম্পদ হল মানব সম্পদ। যদিও পশ্চিম এবং ইউরোপের দেশগুলিতে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ভারতে তরুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণদের আকাঙ্খা এবং দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য তাঁদের সংকল্প নতুন ভারতের অগ্রগতির নির্দেশনা দিচ্ছে যার মাধ্যমে ২০৪৭সাল সুবর্ণ বছর হয়ে উঠবে।

ভারতে স্টার্ট আপ শব্দটি খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু গত সাত বছরে, স্টার্ট–আপের আস্ফালন হয়েছে এবং আজ ভারতে ৫০ হাজারেরও বেশি স্টার্ট–আপ চলছে।

৬৫% ভারতের জনসংখ্যার বয়স
৩৫বছরের নিচে এবং জনসংখ্যার
৫০%এরও বেশি মানুষের বয়স
২৫বছরের নিচে। ভারতের মানুষের গড় বয়স ২৯ বছর।

ধারণা, উদ্ভাবন, ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা এবং যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্পই আজকের তরুণদের আসল পরিচয়। স্টার্ট আপের মাধ্যমে দেশের তরুণরা চাকরিপ্রার্থীর পরিবর্তে চাকরিদাতা হয়ে উঠছে এবং স্টার্টআপে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারত এখন স্টার্ট–আপ থেকে ইউনিকর্নের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তাপর্যপূর্ণভাবে, ইউনিকর্ন হল সেই সমস্ত সংস্থা যাদের মূল্যায়ন এক বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থাৎ প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। আগে ভারতে ১–২টি ইউনিকর্ন ছিল, কিন্তু এখন এর সংখ্যা ৭০ অতিক্রম করেছে। কোভিড সময়ের শেষ ১০ মাসে, প্রতি ১০ দিনে একটি নতুন ইউনিকর্নের সূচনা হয়েছিল। টোকিও অলিম্পিকে ভারত একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এটি এখন পর্যন্ত অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেরা পারফরম্যান্স। এবারের প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতের খেলোয়ারা। সর্বকালের সেরা ফল অর্জন করেছেন, ভারত পাঁচটি স্বর্ণ, আটটি রৌপ্য এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে ২৪তম স্থানে রয়েছে।

আইসিএমআরের গবেষণার প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড মহামারি প্রতিটি দেশকে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে একীভূত করেছে। স্বাস্থ্য খাতে অনেক নতুন ক্ষেত্র যুক্ত হচ্ছে। গোরক্ষপুরে আইসিএমআরআঞ্চলিক মেডিক্যাল গবেষণা কেন্দ্রস্থাপন তার অন্যতম উদাহরণ। অত্যাধুনিক সুবিধাসহ আঞ্চলিক চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রের নতুন ভবনে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, এইচআইভি, ক্যান্সার ও কুষ্ঠরোগ বিষয়ে গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই ইনস্টিটিউটগুলি নতুন এবং উদীয়মান সংক্রমণ, পুষ্টির সমস্যার পাশাপাশি ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগ নিরাময়ে কাজ করবে।

এই কেন্দ্রগুলিতে অত্যাধুনিক প্যাথলজিকাল পরীক্ষার সুবিধা থাকবে, ফলেনমুনাগুলি অন্যত্র পাঠাতে হবে না। স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য, গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজের আঞ্চলিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে নয়টি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে জাপানি জ্বর–সহ বিভিন্ন জীবাণু–ভাইরাল রোগের পরীক্ষা ও গবেষণা করা হবে। পরীক্ষার জন্য নমুনা বড় শহরে পাঠাতে হবে না এবং অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা যাবে। এতে পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। মানুষ যাতে দ্রুত এর সুবিধা নিতে পারে সেজন্য রেকর্ড গতিতে এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

দেশব্যাপী অমৃত মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর, ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি স্বাধীনতার ডিজিটাল উৎসব' চালু করেছেন। প্রতিটি দিন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি লক্ষ্যের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি ২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর স্বচ্ছ ভারত লোগোর জন্য স্বাধীনতার ডিজিটাল উৎসব চলাকালীন অনন্ত গোপাল খাসবারদারকে সংবর্ধিত করেছিলেন। তিনি ১০০ কোটি টিকাদান লোগো'র জন্য ইয়াসিন হারুন সুদেসারার, 'লোকপাল'–এর জন্য প্রশান্ত মিশ্র, 'বাঁশ মিশন লোগো'র জন্য সাই রাম গৌর এডিজি এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' লোগোর জন্য রানা ভৌমিকের প্রশংসা করেছেন। 'মাইগভসাথীস' (সহকর্মীরা)–যারা কোভিড–১৯ মহামারি চলাকালীন সময়েও সক্রিয়ভাবে মাইগভ–এ অবদান রেখেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি তাঁদেরকেও সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ভারত সরকার স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের প্রধান অংশ হিসাবে ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে মহাপরিনির্বাণ দিবসের আয়োজন করেছিল। স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব'–এর অংশ হিসাবে – স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করার জন্য, বিদ্যুত মন্ত্রকের অধীনে একটি পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স কোম্পানি আর ইসি লিমিটেড আসামের কামরূপ জেলার সোনাপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে 'বিদ্যুৎ উৎসবে'র আয়োজন করেছে। বিআরও মোটরসাইকেল ক্যাম্পেন ভারত@৭৫ ভারতের চারটি কোণে ভ্রমণ করে, জাতীয় সংহতি, দেশ গঠন এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসাবে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের মর্যাদাপূর্ণ সপ্তাহে আদিবাসী মানুষদের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাফল্য উদযাপন করেছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অধীনে আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক তাদের অনুষ্ঠানে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ৮৬ জন আদিবাসী উদ্যোক্তাকে সম্মানিত করেছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অধীনে, কেন্দ্র বারাণসীতে মহিলাদের পুষ্টি এবং সুরক্ষিত ভাত সম্পর্কে সচেতন করেছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসাবে, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্টের সহযোগিতায় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একদিনের জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিল।

বিশ্বের জন্য সঞ্জীবনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচির অধীনে ভারত ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে অন্যান্য দেশগুলিতে টিকা সরবরাহ করা শুরু করে। ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচিটি পুনরায় ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। এর অধীনে, নেপাল, মায়ানমার, ইরান এবং বাংলাদেশ প্রতিটি দেশকে দশ লক্ষ টিকার ডোজ

সরবরাহ করা হয়েছিল। বর্তমানে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এই দ্রব্যটি ৯৬টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে যে ইতিমধ্যে বিশ্বের ৬৩টি দেশে কোভিডের নতুন রূপ, ওমিক্রন পাওয়া গিয়েছে এবং এর সংক্রমণের হার ডেল্টা রূপের চেয়েও বেশি। ডব্লিউএইচও আরও জানিয়েছে যে নতুন রূপটির বিস্তারের হার কেন এত দ্রুত তা এখনও পরিষ্কার নয়। গত মাসের ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ

আফ্রিকায় করোনার ওমিক্রন রূপ শনাক্ত করা হয়েছিল। এদিকে, ভারত সরকার সর্বদা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং পর্যবেক্ষণ করছে। ডাঃ পুনম ক্ষেত্রপাল, ডাব্লুএইচও–এর দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক, জানিয়েছে যে নতুন রূপ মানেই এই নয় যে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে, তবে অবশ্যই বিষয়টি আমাদের অজানা। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সক

মহেশতলায় বাজার বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার কলকাতা পুরসংস্থা লাগোয়া মহেশতলা পুরসভায় কোভিড নাইন্টিন (ওমিক্রন) আক্রান্তের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সূত্রেই পুরসভার পুর প্রশাসক তথা স্থানীয় বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস ৬ জানুয়ারি এক প্রেস রিলিজে জানান, এইদিন থেকে সপ্তাহের মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার পুর এলাকার সমস্ত ধরনের সরকারি – বেসরকারি বাজার ২৪ ঘন্টা বন্ধ থাকবে। পুরসভা থেকে পুনরায় না জানানো পর্যন্ত এই আদেশনামা বলবৎ থাকবে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন থেকে মহেশতলায় ৩ জানুয়ারি থেকে আটটি কনটেনমেন্ট জোন তৈরি করা হয়েছে। পুর এলাকার পুরবাসীদের সুরক্ষার জন্য। কনটেনমেন্ট জোন গুলি রয়েছে, পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের এস এম নগর গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেটে একটি। পুর এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে চারটি জোন তৈরি হয়েছে। গ্রীণফিল্ড সিটিতে একটি, সারদা পার্কে দু'টি এবং শুভায়ন পার্কে একটি। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ইডেন সিটিতে একটি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমা পল্লিতে একটি এবং পুরসভার সর্বশেষ ওয়ার্ড ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পড়ুই পাড়া রোডে একটি জোন।

বাসন্তী বাজার বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন এলাকায় হু হু করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। তাই বৃহস্পতিবার থেকে সুন্দরবনের বাসন্তীতে ৫ দিনের জন্য বাজার, দোকান বন্ধ করলো ব্লক প্রশাসন। করোনার সংক্রমণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। অন্য জায়গার মতোই সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকে দিনে দিনে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আর আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে উদ্বিগ্ন বাসন্তীর ব্লক প্রশাসন। তাই করোনা মহামারী রুখতে বাসন্তী ব্লকের ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটানা ৫ দিনের সমস্ত বাজার, দোকানপাঠ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাসন্তী বাজার, সোনাখালি বাজার, ভরতগড় বাজার, ঝড়খালি বাজার, নতুনহাট, মসজিদবাটি বাজার সহ এলাকার সমস্ত বাজার ও দোকান বন্ধ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। বাজার খুলবে মঙ্গলবার। বাসন্তীতে এখন পর্যন্ত ৪৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রতিদিনই বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যায় তাই প্রশাসনের উদ্যোগে এই কাজে সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্য অনুরোধ করলেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। এদিন রাজপুর সোনারপুর পুরবাজারগুলিও বন্ধ রাখা হয়েছে।

পড়ুয়াদের টিকাকরণ

অভীক মিত্র : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা মত তেসরা জানুয়ারি থেকে বিদ্যালয়ে পনেরো থেকে আঠারোবছর বয়সী পড়ুয়াদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। সোমবার সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউশনে টাকাকরণ কর্মসূচি হয়। বুধবার চিনপাই উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হলো ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী পড়ুয়াদের টিকাকরণ। পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর প্রত্যেক পড়ুয়ার হাতে চকলেট তুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। কোভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়। ২৮ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

অন্নপ্রাশনে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিরাহারে ছেলের অন্নপ্রাশন পালন করল বাবা মা। কিরণাহার স্টেশনপাড়ার রানা তিমনা তাদের ছেলের অন্নপ্রাশনের দিনটা পালন করল অন্যভাবে। বুধবার ছিল তাদের একমাত্র সন্তান রিয়ান রানার মুখে ভাতের অনুষ্ঠান। কোভিদ বিধি মেনে পালন করা হলো তাদের সন্তানের মুখে ভাতের অনুষ্ঠান। সেই সাথে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় কুড়িজন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে আসা সমস্ত ব্যক্তিদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে গাছ লাগানোর বার্তা দেওয়া হয়। রক্তদান অনুষ্ঠানে ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন

রক্তদান করলেন পুত্রের বাবা রণদেব দাসও। অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিরা স্যানিটাইজার ব্যবহার করে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। সেই সাথে সমস্ত মানুষকে বার্তা দিলেন রক্তদান করে গাছ লাগানোর।

শিকেয় করোনাবিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া তনয়েন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তৃণমূলের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেখানে লঙ্ঘিত হয় করোনাবিধি। অভিযোগ বিরোধীদের। মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বুধবার বিকেলে চিনপাই তৃণমূল কার্যালয়ে কেক কাটেন ব্লক সভাপতি ভোলানাথ মিত্র। উপচে পড়ে ভিড়। লাটে ওঠে করোনাবিধি। রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধুর হাত ধরে গড়দরজা, বাসবুনি, খোদাইবাগ, ছোটবাজার, বড়বাজার পূর্ব, শংকরপুর, বরশাল, ভবানীপুর অঞ্চলের গুরকাটা বুথ থেকে পাঁচশজনের অধিক বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে। শিকেয় উঠে করোনা বিধি।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং-এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০২২ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য চেতলায় অবস্থিত হিন্দ সংঘ (৬২/৫ চেতলা রোড, কলকাতা ২৭) প্রাঙ্গণে বিকাল ৩ টায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কোভিড বিধি মেনে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চেতলা, আলিপুর — প্রণব গুহ
০৮/০১/২০২২ — সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। বিবিধ।

বিঃ দ্রঃ কোভিড পরিস্থিতি অনুযায়ী ভার্চুয়াল সভার আয়োজনও করতে হতে পারে।

জনসচেতনতায় মাইক নিয়ে ময়দানে মন্ত্রী

পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টের জোরালো ধাক্কায় কাঁপছে সমগ্র বিশ্ব। এদেশের কোণায় কোণায় এখন করোনার থার্ড ওয়েভের চোখ রাঙানি। অতিমারীর করাল কবল থেকে এবারও রেহাই মেলেনি রাজ্যের শস্য গোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। ইতিমধ্যেই এই জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় শতকের ঘরে পৌঁছে গেছে। গোটা দেশে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ অতিমারীর ক্রিজে যেভাবে ব্যাটিংয়ে ঝড় তুলেছে তাতে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাওয়াটা শুধু মাত্র ক্ষণিকের অপেক্ষা। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য অনুসারে জানা গেছে, গত বুধবার পর্যন্ত সমগ্র ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার ৯২৮ জন। একলাফে আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৭ শতাংশ। এই অতিমারী জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ৩২৫ জনের। এদিন পর্যন্ত দেশে করোনায় সুস্থতার হার ৯৭.৮১ শতাংশ। দেশে করোনায় এপর্যন্ত সুস্থতার সংখ্যা ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৮৬ জনের। দেশে করোনা ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে মোট ১৪৮.৬৭ কোটি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও সেভাবে কাবু করতে পারেনি পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসীকে। তাই জেলা প্রশাসন সেবার অনেকটাই স্বস্তিতেই ছিল।

সাধারণ মানুষও একটু হাঁফ ছেড়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল। কিন্তু, করোনা জনিত কারণে সর্বত্র জনসমক্ষে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার সহ যেসব স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা উচিত তার অনেকটাই এড়িয়ে চলার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় ফের অতিমারীর লাগামছাড়া আক্রমণের শিকার হচ্ছে জেলাবাসী। জেলায় বেশ কিছু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সাধারণ মানুষ ফের করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে জেলায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফের জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইক হাতে পথে নেমে পড়েছেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা এলাকা থেকেই এই প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় জেলার পথে পথে মাইক হাতে নিয়ে করোনার ভয়াবহতা রুখতে সকলকে মাস্ক ব্যবহার সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আবেদন জানাচ্ছেন। একইসাথে তিনি বাসিন্দাদের হাতে মাস্ক তুলে দিচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনার প্রথমবারের আক্রমণ থেকেই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দিনরাত প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও মন্ত্রীকে এই একই ভূমিকায় দেখেছিল জেলাবাসী। এবার করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্ত তথা অতিমারীর থার্ড ওয়েভের চোখরাঙানি শুরু হতেই মন্ত্রী আরও একবার জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে শামিল হয়েছেন। বারংবার বিপর্যয়ের সময় রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে মানুষের জন্য এভাবে প্রচার অভিযানে নামতে দেখে জেলাবাসীর অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছরের শুরুতে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার আনাচে কানাচে থাকা একটি পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো ১৫০ বছর পেরিয়ে চলা পুর শহর জয়নগর মজিলপুরে। এই শহরের অলিতে গলিতে রয়ে গেছে সাহিত্য সংস্কৃতির বহু নিদর্শন। বহু বিপ্লবী, মনীষী, প্রত্নতত্ত্ব বিদ,ইতিহাস বিদ এর জন্ম স্থান এই পুর শহরে। এই পুরসভা মাঝের ৫ টি বছর বাদে বরাবরই জাতীয় কংগ্রেসের দখলে ছিল। ২০২০ সালের মে মাসে রাজ্যের বেশ কিছু পুরসভার সাথে সাথে এই পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কোভিড সময়কাল ছিল বলে রাজ্য পুর দপ্তর মেয়াদ শেষ হওয়া সব পুর বোর্ডে প্রশাসক নিয়োগ করেয় সে সময় কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সুজিত সরখেলকে পুরপ্রশাসক রেখে কংগ্রেসের ২ জন ও তৃণমূলের ২ জন মোট ৪ জনের পুরপ্রশাসক মন্ডলীর বোর্ড গঠন করে। এই ভাবে চলতে চলতে ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট সুজিত সরখেলকে আচমকা সরিয়ে তৃণমূল নেতা সুকুমার হালদারকে পুরপ্রশাসক হিসাবে বসিয়ে দেয় পুর দপ্তর। আর এই ভাবেই চলে আসছে বর্তমান পুর শহর। সামনের মাসে এই পুরসভার ভোট

হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আর তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আর নতুন বছরের শুরুতে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার আনাচে কানাচে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেলের ছবি ও তাঁর হাত ধরে পুর এলাকার উন্নয়নের বেশ কিছু ছবি সহ পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এই পোস্টারে লেখা আছে ধান্দাবাজী নয়,ভাঁওতা বাজি, বোমাবাজী নয়, তোলাবাজী নয়। আসুন সকল পুরবাসী মিলে শান্তির শহর, সংস্কৃতির শহর, প্রগতির শহর রূপে গড়ে তুলি।'' এই পোস্টার প্রসঙ্গে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, এটা কোনো রাজনৈতিক পোস্টার নয়। আমার সময়ে পুর এলাকার উন্নয়নের ছবি দিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে পুরবাসীদের। আর আগের মতন আগামী দিনেও সুস্থ সুন্দর পুর শহরের বার্তা ও দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। তবে সুজিতের এই পোস্টারকে তীর্যক ভাষায় ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক তৃণমূলের সুকুমার হালদার। তিনি বলেন, মা মাটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা কাজ করছি। আর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কিছু কাজ না পেয়ে এই পোস্টার মারছে এলাকায়। আমরাও ওর বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই পোস্টার লাগাবো। আর এ সব নিয়েই বছরের শুরুতে জমে উঠেছে শাসক ও বিরোধীর মধ্যে তরজা।

তৃণমূলের প্রধানকে অনাস্থায় হারাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলের প্রধানকে অনাস্থায় হারানোর পরে বৃহস্পতিবার নতুন প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন তৃণমূল সদস্য সাহানারা মোল্লা। তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলো তৃণমূলই। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৬ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে বিজেপি ৫ টি, সিপিএম ২ টি,নির্দল ২ টি ও তৃণমূল ৭ টি আসন পায়। প্রধান সংরক্ষিত আসনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাহানারা মোল্লাকে প্রধান হিসাবে ঠিক করে বিধায়কের নেতৃত্বে তৃণমূলের দলীয় সংগঠকেরা। কিন্তু সে সময় প্রধান নির্বাচনের ভোটাভুটিতে তৃণমূলের শেখ সমীর আলি বিজেপি,সিপিএম ও নির্দলকে সাথে নিয়ে ভোটাভুটিতে বিজয়ী হয়ে প্রধান নির্বাচিত হন। এবং উপপ্রধান হন সিপিএমের সুব্রত মন্ডল। এর পরে এলাকায় দীর্ঘ তিন বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উন্নয়নের ধারাকে আটকে দেওয়া, উন্নয়নে এলাকা পিছিয়ে পড়া, দুর্নীতি সহ একাধিক কারণ দেখিয়ে গত মাসের ২৪ ডিসেম্বর তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল তৃণমূলই। ও দিন পঞ্চায়েত ভবনে জয়নগর ১ নং বিডিও, জয়নগর ২ নং যুগ্ম বিডিও ও বারুইপুর মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভোটাভুটিতে ১২-০ ভোটে জয়ী হয়েছিল সাহানারা মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। ওই দিন ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রধান শেখ সমীর আলি সহ চার জন সদস্য। তবে ও দিন ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিলো উপপ্রধান সিপিএমের সুব্রত মন্ডল সহ বিজেপির ৫ জন, তৃণমূলের ৪ জন, সিপিএমের ২ জন ও নির্দল ১ জন সদস্য। বৃহস্পতিবার নতুন প্রধান হিসাবে সাহানারা মোল্লা দায়িত্ব নিয়েই এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি পালন করলো। এদিন তিনি বলেন, সামনে হাতে মাত্র দেড় বছর আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের। তাঁর আগেই এই অল্প সময়ের মধ্যে পিছিয়ে পড়া ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জন্য পড়ে থাকা কাজ গুলো শেষ করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করাই আমার লক্ষ্য। মানুষের পাশে থেকে আমি এই কাজ গুলো করতে চাই। সাহানারা মোল্লা প্রধান হবার পর উপপ্রধান হিসাবে আবার দায়িত্ব নিলেন সিপিএমের সুব্রত মন্ডল।

আশায় চাষিরা

অশোক সেন : অতিবৃষ্টিতে ধানের ফসল অর্ধেক। নিম্নচাপের দরুণ আলু চাষ পিছিয়ে পড়েছে। এই জোড়া ফলায় বাংলার চাষিদের করুণ অবস্থা। ইতিমধ্যে একের পর এক চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই অবস্থায় সরকারি সাহায্য ছাড়া বাংলার কৃষককে বাঁচানো মুশকিল। শস্য বিমা চালু করেছে রাজ্য সরকার। তার সুফল পাবেন যারা চাষ করে শস্য হারাবেন তারা। কিন্তু অর্থের অভাবে যারা চাষ করতেই পারবেন না তাঁদের কী হবে? সরকারি আর্থিক সাহায্যই তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ। সেই দিকেই চাতক পাখির মতো তকিয়ে আছেন চাষিরা। সমস্যা বীজের জন্য স্টোরে আলু রাখা নিয়েও। কৃষকদের আবেদন স্টোর মালিকদের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আলু রাখার নির্দেশ দিক সরকার। চাষিদের কাতর আবেদন সরকার কতটা সাড়া দেয় সেটাই এখন দেখার।

বেঁচে থাকা যায়

প্রথম পাতার পর

অবশ্য এ বিষয়ে মন্দিরবাজারের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিক সমাদ্দার জানিয়েছেন ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি এও আশ্বাস দিয়েছেন ওই মহিলার ভোটার কার্ডে নাম না থাকলে নাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। তবে এই বিষয়ে মন্দিরবাজার বিধানসভার নিশাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজিজুল হক সরদারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই মহিলা এলাকায় ছিলেন না সেই কারণেই হয়তো ভোটার লিস্ট থেকে ওনার নাম বাদ গেছে। তবে আবাস যোজনার যে অভিযোগ তিনি করছেন তা একেবারেই মিথ্যে। তবে প্রশ্ন উঠছে কিভাবে একজন জীবিত মানুষকে নিমেষের মধ্যে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারে পঞ্চায়েত।

জয়নগরে মাদ্রাসায় ভ্যাকসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমনের তৃতীয় ঢেউ ও ওমিক্রনের ভয়াবহতা ভাবিয়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে এই সংক্রমন থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন কর্মসূচি গত এক বছর ধরে সারা দেশে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মতন গত সোমবার থেকে সারা দেশে ১৫-১৮ বছরের সব ছেলে মেয়েদের এই ভ্যাকসিন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। গত সোমবার থেকে দক্ষিন ২৪ পরগনার সব স্কুলে পর্যায়ক্রমে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘমারী ইসলামিয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলে শুক্রবার এক দিনের জন্য এই কো-ভ্যাকসিন কর্মসূচি পালন করা হলো। জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় এ দিন প্রবল উৎসাহের মধ্যে দিয়ে এই ভ্যাকসিন নিতে দেখা গেল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই স্কুলের নবম

থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের। কোনো ভয় বা গুজবে কান না দিয়ে তাঁরা প্রবল উৎসাহে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। ভ্যাকসিন নেবার পরে কয়েক জন ছাত্রছাত্রী বলেন,প্রথমে একটু ভয় লাগছিলো বটে কিন্তু নেবার পরে আর ভয় লাগে নি। করোনা অতিমারীকে আটকাতে এই ভ্যাকসিনের খুব দরকার ছিলো। সরকারি এই পদক্ষেপে আমরা খুশি। এই স্কুলের সহ শিক্ষক তথা জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক বলেন, সংখ্যা লঘুরা এই ভ্যাকসিন নিতে চায় না বলে একটা গুজব চলছিল। সেই গুজব কে দূরে ঠেলে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এদিন প্রবল উসাহের মধ্যে ভ্যাকসিন কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

এ দিন সরকারি উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হলো। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল মোতালেব বলেন, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৭১১ জন ছাত্রছাত্রী এদিন এই ভ্যাকসিন কর্মসূচিতে অংশ নেয়।সব বাঁধা কাটিয়ে খুব উৎসাহের সাথে কোভিড বিধি মেনে এ দিন ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় এই কো ভ্যাকসিন কর্মসূচিতে।

নববারাকপুরে পড়ুয়াদের টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ রোধে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হল নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে করোনার স্টেন ওমিক্রন। একদিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আংশিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে স্কুলে শুরু হয়েছে পুরসভার উদ্যোগে করোনা টিকা দেওয়ার উদ্যোগ। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের করোনা টিকাকরণের জন্য নববারাকপুরে দশটি বিদ্যালয় চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে নিউ বারাকপুর পুরসভায় কলোনী বয়েজ ও গার্লস গভমেন্ট স্পনসর্ড হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের টিকাকরণ কর্মসূচি সোমবার চালু হল সকাল ১০ টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। মূলত

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দুটি বিদ্যালয়ের ৬০০ ছাত্র-ছাত্রীদের কোভ্যাকসিন টিকাকরণ করা হয় এদিন । জানান পুরসভার নোডাল অফিসার দেব প্রসাদ রাহা । ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পড়ুয়াদের টিকাকরণ কর্মসূচি। পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্যরা, স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে তদারকি করেন এদিন। তবে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এসে টিকা গ্রহণ করেছে তারা জানায় খুব খুশি।

হাতে হাত মিলিয়ে করোনা প্রতিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সচেতনতায় ডায়মন্ড হারবার ষ্টেশন মোড়ে যৌথভাবে অভিযানে নামলেন প্রশাসনিক কর্তারা। খোলা হলো RAT পরীক্ষার কিয়স্ক। পাশাপাশি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে চলাচল করা গণ পরিবহন স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু করে দমকল। এমনকি মাস্ক স্যানিটাইজার নিয়ে পথ চলতি মানুষদেরকে সচেতন করলেন মহকুমাশাসক সুকান্ত সাহা, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, এসডিপিও, সিএমএইচ সহ ডায়মন্ড হারবার পুর কর্তৃপক্ষ। এমনকি লোকগীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চলছে সচেতন করার কাজ।

অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পক্ষ থেকে কোভিড মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শহরের মধ্যে ছোট গাড়ি চলাচলের উপর নির্দিষ্ট নিয়ম চালুর পাশাপাশি নিয়ম করে সপ্তাহে ২ দিন করে ডায়মন্ড হারবারের বাজার বন্ধ রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। কনটেইনমেন্ট জোন গুলোর পাশাপাশি শহর থেকে গ্রাম কড়া নজরদারি করছে পুলিশ। যেখানে মাস্ক ছাড়া কাউকে দেখলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। করোনার তৃতীয় ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করতে বদ্ধ পরিকর ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ প্রশাসন। হাসপাতালে রাখা হয়েছে নির্দিষ্ট বেড তবে সেভাবে ভয়াবহভাবে করোনা এবারে থাবা বসাচ্ছে না জানিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তবে ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের এর ১১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ৪০ জন ডাক্তার, ২৫ জন নার্স ও বাকি স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন। যা নিয়ে আবারও নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কপালে। তবে এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল উৎপল দাঁ জানান, ইতিমধ্যেই জরুরি পরিষেবা ছাড়া, সাধারণ যে কোনো ধরনের অপারেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ডাক্তারদের বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে ভাগ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নামানো হচ্ছে। যাতে সব ডাক্তার একসাথে আক্রান্ত হয়ে না পড়েন। এবং এর পাশাপাশি অবশ্যই সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকে। না হলে রোগের সাথে মোকাবিলা করা যাবে না।

মহানগরে

সেলুনশিল্পের প্রতি বৈমাত্রেয় আচরণ

বরুণ মণ্ডল : কোভিড নাইন্টিন কালে রাজ্য সরকার রাজ্যের সেলুন শিল্পের ওপর যেভাবে বারংবার সমস্যার সৃষ্টি করছে, তার ফলে আমরা সেলুন মালিক ও তাদের কর্মীরা এবার না খেতে পেয়ে নয় তো বা কোভিডে মরবো। রাজ্য সরকার আমাদের অন্তত কিছু না পারুক আমাদের মৃত্যুর হাত বাঁচাক। সেলুন থেকে যে কোভিড নাইন্টিন রাজ্যে ছড়াচ্ছে এটা তো প্রমাণিত নয় বলে জানান উত্তর কলকাতার সোদপুরের সেলুন মালিক নন্দিতা সামন্ত। ৬ জানুয়ারি উত্তর শহরতলির সাত সেলুন মালিক ও তাদের কর্মীরা উত্তর কলকাতার সোদপুর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত এক মহামিছিলের মাধ্যমে তাদের দাবিপত্র রাজ্য সরকারের কাছে জানায়। রাজ্য সরকার কোভিড নাইন্টিনে এবারের কড়া বিধিনিষেধে আবার রাজ্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেনুলগুলিও ৩ জানুয়ারি থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। এর ফলে সেলুন মালিক ও তাদের কর্মীরা যারপরনাই বিপদগ্রস্ত। এ বিষয়ে সেলুন মালিকদের মধ্যে থেকে নন্দিতা সামন্ত বলেন, আমাদের এই মিছিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাজ্যের সমস্ত সেলুন যাতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধের নির্দেশ না দিয়ে খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোভিড প্রটোকল মেনেই তো আমরা কাজ করছি। কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনে আমরা আমাদের সমস্ত প্রভেশনাল সেলুনগুলি ১০০ শতাংশ স্যানিটাইজিং মেনেই কাজ করা হয়। রাজ্য সরকার থেকে আমাদের খুলে রাখার সময় বেঁধে দেওয়া হোক। আমরা বলছি না, আমাদের সেনুলগুলি রাত সাড়ে আটটা বা ন'টা পর্যন্ত খুলে রাখবো। রাজ্য সরকার অন্তত সেলুনগুলি একটা সময়সীমা পর্যন্ত খুলে রাখার নির্দেশ জারি করুক। সমস্ত ধরনের কোভিড নাইন্টিন বিধিনিষেধ মেনেই আমরা কাজ করতে চাই। তা না হলে আমাদের স্টাফরা না খেতে পেয়ে মরে যাবে। আমি আমার সেলুন রুমের ইলেক্ট্রিসিটি বিল ও রুমের একটা বড়ো অঙ্কের ভাড়া কীভাবে দেবো? তিনজন স্টাফের মাস মাইনে কিভাবে দেবো? স্টাফদের তো প্রত্যেকের পরিবার আছে। তাদের বাচ্চার স্কুলের ফিজ আছে? তাদের বয়স্ক বাবা – মায়ের ওষুধপত্র

আছে। তারা অধিকাংশ ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে। তারা কীভাবে তাদের সংসার চালাবে? না ওষুধপত্র কিনবে বা স্কুলের ফিজ দেবে? তাদের বাড়িওয়ালা আমাদের সেলুন ঘরের বাড়িওয়ালা তো কোনও দিন বলবে না, যে এই মাসের ভাড়া দিতে হবে না। তাহলে আমরা কীভাবে চালাবো? স্টাফদের কীভাবে দেখবো? রাজ্য সরকারের সমাজ বিশেষজ্ঞদের সমাজের তৃণমূল স্তর নিয়ে আরও বেশি বেশি করে মেশামেশা করা সমাজ প্রতিটি ছোটও ছোটও শিল্পের বিষয়ে আরও জানার সময় এসেছে। একটা ছোটো শিল্পকে এভাবে জোর বন্ধ করে দেওয়া কী রাজ্য সরকারের উচিত কাজ হল।

বিগত দু'বছর কোভিড সময়কালে যে বিধিনিষেধ জারি ছিল, সেই সময়ও রাজ্যের সেলুন গুলি বন্ধ ছিল। সেই সময় কালে আমাদের জমানো পুঁজি সমস্তটাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের স্টাফদের জমানো পুঁজিও গত দু'বছরে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার যদি এই ধাক্কা দেওয়া হয়, কী চলবে আমি জানি না। কোভিড নাইন্টিনে আমরা ও আমাদের স্টাফেরা মরবো? আমরা ও স্টাফেরা না খেতে পেয়ে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে মরবো? বলতে পারছি না।

আমরা এই সাত সেলুন মালিকরা ও তাদের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে এই শান্তিপূর্ণ মিছিল সোদপুর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত যাবে। এই মিছিল যেতে যেতে পথের ধারের সেলুন মালিক ও তাদের কর্মীরাও এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা এই সেলুন মালিক ও কর্মীদের মিছিলে এইটুকুই কেবল রাজ্য সরকারের কাছে বলতে নেমেছি, আমাদের সেলুন গুলি দৈনিক একটা বেঁধে দেওয়া সময় সীমায় খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। সমস্ত কোভিড প্রটোকল মেনেই আমরা কাজ করি ও করবো। বিগত ২০২০ ও ২০২১ এই দু'বছরে কোভিড সিচুয়েশনে স্যানিটাইজিং ব্যবস্থাপনা সমস্ত প্রভেশনাল সেলুনেই জারি ছিল। আর সেলুন কী কোভিডের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে? এটা তো প্রমাণিত নয়। সেলুন শিল্পটাকে কেন জোর করে ২৪ ঘন্টা বন্ধের নির্দেশ জারি করছেন? দৈনিক অন্তত কিছু সময় খোলার অনুমতি দিন। রাজ্য সরকারের কাছে করজোরে অনুরোধ করছি। এভাবে বন্ধ থাকলে আমরা মালিকরাও কর্মচারীরা মরে যাবো। আমাদের প্রাণে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করুণ। আমরা মালিকরা ও স্টাফরা চুল কাটা ছাড়া আর কিছুই শিখিনি জানিও না। আমরা এই বিষয়েই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আমরা ড্রাইভিংও পারি না। আমরা যে কোনও ব্যবসা বা সবজি নিয়ে পাড়ার মোড়ে বসবো, সে পুঁজিও গত দু'বছরে সব শেষ। আমরা ও স্টাফরা কেবল চুল কাটতেই জানে। আর কিছুই পারে না। তাদের যদি এই কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তারা না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে মরবে।

লেন্স বার্তা

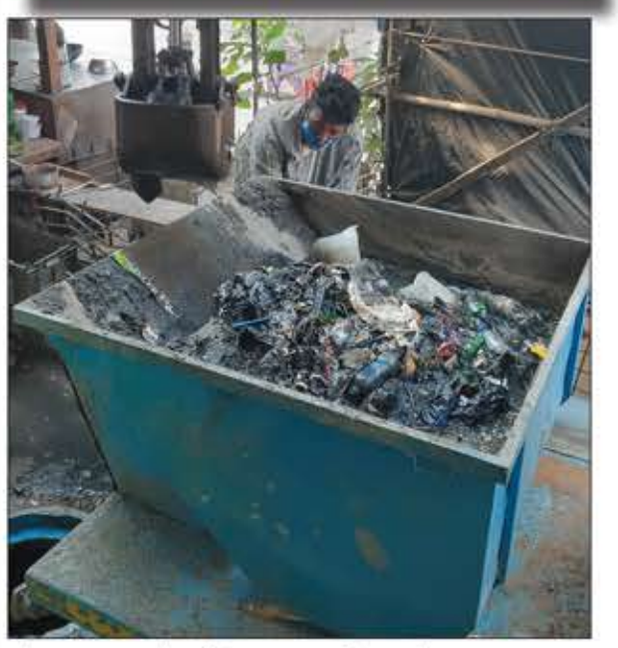

হাই ড্রেনগুলো, শুধুই প্লাস্টিক এ ভরা, দোষী আমরাই।

মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নেওয়ায়,ভারি যান চলাচল বন্ধ হলো সম্প্রীতি ফ্লাই ওভারে, ধন্যবাদ।

প্রৌঢ়ের মুখে ও নেই মাস্ক ,সব জায়গায় এক ছবি

'ভাইচারা',বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে। ছবি : অভিজিৎ কর

বর্ষ বরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেন্ট জেমস চার্চ বরাহনগরের উদ্যোগে ১৩ নম্বর কাশীনাথ দত্তরোড কলকাতা ৭০০ ০৩৬ খ্রীস্টমাস উৎসব ২০২১ ও ২০২২ নতুন বৎসর কোভিড বিধি মেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১ থেকে ১২-৩০ পর্যন্ত বিশেষ উপাসনার আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেভ. লোপমুদ্র মিস্ত্রি, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী ২০২২ চার্চ সংলগ্ন অঞ্চল ও চার্চের ভিতরে সাজানো হয় ও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চার্চের সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, সকলকে আপ্যায়ণ করেন চার্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ লাহা।

কথায় গানে দৃষ্টিহীনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা পৃথিবীর দৃষ্টিহীন মানুষের কাছে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জনক ফরাসী আবিষ্কারক ও পূজনীয় শিক্ষক 'লুই ব্রেলে'র ৪ জানুয়ারি জন্মদিন (জন্ম – ৪ জানুয়ারি, ১৮০৯ – মৃত্যু – ৬ জানুয়ারি, ১৮৫২) উপলক্ষে বেহালার অন্ধ বিদ্যালয় সংলগ্ন বি ডি এস ব্যাংকোয়েটে কথায় গানে দৃষ্টিহীনরা' স্মরণানুষ্ঠান ও সম্মাননা প্রদান হয়ে গেল। এদিন বেহালার দৃষ্টিহীন শিক্ষানিকেতনের প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে নির্বাচিত মোট ১২ জনকে সম্মাননা করা হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সম্মাননা হিসাবে এই ১২ জনকে একটি উত্তরীয়, স্বনামাঙ্কিত স্মারক পদক, কিছু মিষ্টি, নগদ তিন হাজার টাকা ও ফিলিপস কোম্পানির বাহাদুর' ট্রানজিস্টার রেডিও। সম্মাননা গুলি তুলে দেন শিল্পনিকেতনের সভাপতি প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা স্রোত নাকতলার উদ্যোগে ও বলাগড় চর কৃষ্ণবাটি বেনালী হোগলা কালী মাতা পূজা কমিটির সহযোগিতায় ইট ভাটা শ্রমিক দের শিশু দের শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ হয়। একশো দশটি বাচ্চাকে শীত পোশাক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী পায়েল পাল, গুপতি পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ অমল কুমার সাউ, চরকৃষ্ণবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রাক্তন প্রধান সঞ্জীব মাহাতো, গুপ্তিপাড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান বিশ্বজিৎ নাগ, প্রসেনজি মণ্ডল, আনন্দ মণ্ডল সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং স্রোত এর সম্পাদিকা মৌমিতা পাল সহ একাধিক সমাজসেবী।

ওমিক্রন এবার বহুতল থেকে বস্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরে এবার ওমিক্রনের সংক্রমণ কলকাতার বহুতল থেকে কলকাতা মহানগরস্থিত বস্তিতে ও কলকাতার পরিচারক – পরিচারিকা বাড়িতে ছড়াতে শুরু করেছে। যাঁরা কলকাতার মাল্টিটোরিস্ট বিল্ডিং গুলিতে সংক্রমিত পরিবারে পরিচালক – পরিচালিকা, ড্রাইভার ও নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করেন তাঁরাই প্রথমে আক্রান্ত হচ্ছেন। কারণ অধিকাংশ পরিবারই সংক্রমিত হলেও বাড়ির পরিচারক – পরিচারিকা বা ড্রাইভারদের কাছে নিজেদের আক্রান্ত হওয়ার খবরটি চুপিসারে চেপে যাচ্ছেন। উল্টোদিকে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের অন্তর্গত স্লাম এরিয়া থেকে উপসর্গহীন কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত পরিবারে এসে সারাদিন তাদের সংসারের কাজ করে ফেরার সময় কোভিড নাইন্টিন শরীরে নিয়ে পরিচালক – পরিচালিকা বা ড্রাইভাররা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, ওই পরিচারক – পরিচারিকা, ড্রাইভার বা নিরাপত্তাকর্মীদের অধিকাংশও উপসর্গহীন। কলকাতা উত্তরের মানিকতলা – সিআইটি থেকে আলিপুর – চেতলা, যাদবপুর – টালিগঞ্জ বা বেহালার সরসুনা – বকুলতলার নানা বস্তি বা কলোনি পরিচারক – পরিচারিকার কাজ দরিদ্র পরিবারের নয়া কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তদের 'কেস-হিস্ট্রি' বিশ্লেষণ করে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর চিকিৎসকরা এতথ্য জানান। কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী জানান, আগে স্লাম এরিয়াতে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তের হার ছিল অতি অতি সামান্য, কিন্তু এখন উত্তর – দক্ষিণ, দুই জোনেই বস্তি এবং কলোনিতে ধীরে ধীরে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনটেনমেন্ট জোন পর্যন্ত ঘোষণা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ একটা বাড়ির পাঁচ জন বা তার অধিক কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত। পুরসংস্থার তরফে মাল্টিস্টোরিড ও সম্পন্ন পরিবারে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ বেশি বলে দাবি করলেও মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রথম দফায় যে ২৫ টি 'কনটেনমেন্ট জোন' ঘোষণা করেছেন তার প্রথম দু'টিই স্লাম এরিয়া। এগুলি হল – ১৯০ – ১৯৪ মানিকলতা মেন রোড এবং পি – ১৩ সি আই টি রোড।

পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, আবাসন এবং ধনী পরিবারে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বলে দাবি করছেন। ভ্রমণ, কলকাতার ভ্রমণ কেন্দ্র গুলি, বা.দিন, বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান গুলি থেকেই কোভিড সংক্রমণ অনেক বেশি বেশি ছড়িয়েছে বলেই কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের উপদেষ্টা আইএমএ – র রাজ্য সম্পাদক ডা. শান্তনু সেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছেন। স্লাম এরিয়ার লোকেরা কী ২৫ ডিসেম্বর বা ৩১ ডিসেম্বর পার্ক স্টিটে ফুর্তি করতে গিয়েছে? কিন্তু এই পয়সাওয়ালা পরিবারেই এখন গোষ্ঠী সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে? আবাসনের লিফট থেকে সংক্রমণ দ্রত ছড়াচ্ছে। কিন্তু আক্রান্তদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পরীক্ষা করা হচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে না। পূর্ব কলকাতায় কোভিড নাইন্টিন অতিরিক্ত আকার নিয়েছে।

কলকাতা পুরসংস্থার তথ্য, সর্বাধিক বেশি আক্রান্ত সাত নম্বর বরোর একাংশ। এরপর আট, নয় ও দশ নম্বর বরো সংক্রমিতের হার। পুর চিকিসকদের একাংশ দাবি করছেন, 'বস্তি বা কলোনির' বাসিন্দা অনেকেই আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাচ্ছেন না। কারণ, বেসরকারি ল্যাবে খরচ অনেকটা বেশি। আবার সরকারি ল্যাবে রিপোর্ট পেতে তিন থেকে পাঁচদিন সময় লাগছে। তাই সংক্রমণের তথ্য ধরা পড়ছে না। দরিদ্রসীমার নিচের লোকেরা নিজেদের খাবার জোগার করতে গিয়েই এই সময়কালে মহাবিপদে পড়েছে।

অকারণে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মাস নিজের অপরিহার্য কাজ ছাড়া আর অন্য কিছু করতে বাইরে বের হবেন না। নিজেকে সুস্থ রাখুন, পরিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখার দিকে নজর দিন। করোনা হু হু করে বাড়ছে। করোনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে বেশ কিছু অসুবিধার মধ্যে দিয়েএই ক'দিন কাটাতে হবে। তাও বলছি ঝুঁকি নেবেন না। ভীড় ও জমায়েত এড়িয়ে চলুন। সোমবার সোনারপুরে সুজলা হেলথ কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধনে এসে একথা জানালেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কুণাল সরকার। এদিন সোনারপুর মোড়ে এই অত্যাধুনিক হেলথ কেয়ার সেন্টারের ফিতে কেটে তার উদ্বোধন করেন চিকিৎসক কুণালবাবু। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষাবিদ পার্থ সারথি গাঙ্গুলী ও সুজলা হেলথ কেয়ারের কর্ণধার ব্রহ্মানন্দ ওরফে নন্দ বনিক প্রমুখ। এদিন চিকিৎসক কুণাল সরকার বেশ কিছু মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কুণাল সরকার জানান, ওমিক্রন কতটা বাড়ছে? না, কমছে, তা এখনই বলতে পারছি না। তবে এটা বলতে পারি করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তাই সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। যা প্রশংসার দাবি রাখে। পাশাপাশি কয়েকটি ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা মনোভাবও দেখিয়েছে। যেটা না দেখালে ভালো হতো। ওই গুলোর ফলেই করোনার গ্রাফ বাড়তে শুরু করেছে। এখনো ধর্মীয়ও রাজনৈতিক জমায়েতের ওপর রাশ টানা দরকার। নতুবা ফল খারাপ হতে পারে। তবে তিনি এদিন স্পষ্ট বলেন, সরকারের কাছে অনুরোধ এমন কিছু পদক্ষেপ নেবেন না যাতে মানুষের অর্থনীতির ওপর আঘাত আসে। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। যা করোনা বাড়াতে সাহায্য করে। সাধারণত মানুষের প্রতি তাঁর বার্তা আবেগপ্রবণ হয়ে বেশি ভগবান, কপিলমুনির ভক্ত হতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। ওমিক্রন সক্রিয় হলে খাবারের স্বাদ সেভাবে চলে যাবে না। তবে জ্বর, গলা ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেবে। কোনটা ওমিক্রন কোনটা ডেল্টা বুঝতে পারবেন না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অক্সিজেন লেভেল ঠিক আছে দেখে নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তবে এই ওয়েভ বেশি দিন স্থায়ী হবে না।

শহরে প্রথম কার্টুন মেলা

উজ্জ্বল সরদার : 'কার্টুন' বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম স্তম্ভ। হাল্কা চালে ভারী কিছু বলে দেওয়ার এমন মাধ্যম সত্যই দুর্লভ। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে ভাবিয়ে তোলার ভয়ঙ্কর ক্ষমতা রাখে একক তুলির কার্টুন ছবি। কিন্তু আফসোসের বিষয় কার্টুনের গণ্ডীকে চিরকাল আমরা সীমাবদ্ধ রাখলাম ছোট্ট পরিসরে। খবরের কাগজের নির্দিষ্ট ছোট্ট কলিম্ন বা একটা দুটো কার্টুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই জগত। এই প্রথম বাংলায় কার্টুনকে বিষয় করে এক অভিনব মেলার আয়োজন হল কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের কাছে ৪২এ সরদার শঙ্কর রোডে 'রিড বেঙ্গলি বুক স্টোরে'। এই প্রথম কার্টুন মেলার উদ্যোক্তা 'কার্টুন দল', সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করেছে 'দি ছোটা মোটা ফাউণ্ডেশান'। বাংলার বহু ধরণের মেলার মধ্যে এ এক অনন্য মেলা। বিখ্যাত শিল্পী রেবতী ভূষণ ঘোষের জন্মশতবর্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা একটি প্রদর্শনীর ও আয়োজন করেছে, যেখানে রেবতী ভূষণ ঘোষের আঁকা কার্টুন ছবি, তাঁর প্যাড, বই পত্রপত্রিকা প্রভৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে। এসময়ের বিশিষ্ট কার্টুন আঁকিয়ে শিল্পী দেবাশিস দেব, উদয় দেব, ঋতুপর্ণ বসু, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য প্রমুখদের আঁকা কার্টুন, পোস্টার, পুতুল, অন্যান্য ব্যাবহার্য উপাদান প্রভৃতি এ মেলায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে সাধারণ ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে। শুধু শহর নয় শহরতলীর শিল্পীরাও এখানে হাজির। ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ অফিসার, সাহিত্যিক, আধিকারিক এসব বিভিন্ন কাজের জগতে থেকেও ভালোবাসায় কার্টুন শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছেন অনেকেই। এই 'কার্টুন দল' ২০১৪ সালে কলকাতায় পথ চলা শুরু করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তথা কার্টুন গবেষক শুভেন্দু দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শুরু হয় 'কার্টুন দল'। প্রয়াত চণ্ডী লাহিড়ী, দেবাশিস দেব, উদয় দেব, অমল চক্রবর্তী, উপল সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণ বসু ছিলেন সেইসব সূচনা দিনের কাণ্ডারীরা। আজও তাদের

চর্চা চলে নিরন্তর। এই মেলার এক এক দিন বিশেষ বিশেষ চমক দর্শকদের জন্য। কখন দর্শকদের তাৎক্ষণিক ছবি, কখনও সামনের ফুটপাথের ওপর পথের ছবি আঁকা, আবার কার্টুন নিয়ে আড্ডা মজলিশ, হাতে কলমে কার্টুন আঁকার চর্চা, আলোচনা এসবই চলছে দারুণ ভাবে। মেলার উদ্যক্তরা দর্শকদের জন্য যেসব বহুবিধ সংগ্রহযোগ্য উপাদান হাজির করেছেন তার মধ্যে 'এক ব্যাগ কার্টুন' শিরোনামে একটি বিশেষ ব্যাগের মধ্যে রেবতী ভূষণ ঘোষের সৃষ্টি বিবিধ কার্টুন পোস্টকার্ড, পোস্টার, স্মারক ডাকটিকিটের মত ছবি, কফি মগ, ক্যালেন্ডার এসবে ভরপুর। এমেলার সবকিছুই বিশেষ নজরকাড়া। মেলার সময় সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত। মেলার সূচনা হয়েছে গত ৫ ডিসেম্বর, মেলা চলল এক মাস ব্যাপী অর্থা ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় এই কার্টুন মেলা আগামীকালে বিশেষ স্মরণীয় এক অধ্যায় হয়ে রয়ে যাবে বলেই ধারণা করা যায়।

বুড়ুলে আগমনের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহিদ অনুরূপচন্দ্র সেন বুড়ুলে আগমন একশত বছর আগে কিন্তু তাঁর আগমনের কথা সবাই ভুলে গেলেও ভুলে যায়নি সৃজনী ভারত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক অভিজিত বেরা। তিনি কলকাতা পুলিশের কাজের বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেও বিপ্লবী অনুরূপ সেনের শতবর্ষ উদযাপন করতে চলে এসেছেন গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ বছরের শেষ দিনে নলদাঁড়ি ঘাটে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে সামনে রেখে সেদিন নলদাঁড়ি ঘাটে এসেছিলেন একশত মোমবাতি, ধুপ ও অনুরূপ সেনের ছবি ফুল মালা নিয়ে। ভেবেছিলেন যদি কেউ সঙ্গে থাকে ভালো নাহলে একাই এই স্থানে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবেন। এখানে গিয়ে এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ দেখালে আরও কয়েকজন তার সঙ্গ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তেলাড়ী গ্রাম থেকে এলেন ওই গ্রামের বাসিন্দা সুকান্ত হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বিশ্বনাথ

জানা ও সুকুমার সাঁতরা মহাশয়। বেশ কয়েকজন মিলে মিশে ওই-- অগ্নিযুগের বিপ্লবীর আগমন সম্পর্কে অল্পবিস্তর কয়েকজন বক্তব্য রাখলেন। বর্তমানে অভিজিৎ অনুরূপ সেনকে নিয়ে গবেষণালব্ধ একটি জীবনী সংকলিত গ্রন্থ বিস্মৃত বিপ্লবী অনুরূপচন্দ্র সেন প্রকাশ করতে চলেছেন, আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলেন, অনুরূপচন্দ্র সেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর শেষে স্টিমার থেকে নলদাঁড়ি ঘাট নেমে সেই পথ দিয়ে বুড়ুল গ্রামের গিয়েছিলেন তারপর কয়েকজন পর বুড়ুল হাইস্কুল জানুয়ারি মাসের দুই তিন তারিখ নাগাদ স্কুলে যোগদান করেছিলেন সেই হিসাব ধরলে অনুরূপ সেনের বুড়ুল আগমনের একশত বছর হয়। শুধু তাই নয়, অনুরূপ সেনকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সে সময়ে ওই নলদাঁড়ি ঘাট দিয়ে তাকে নদীপথে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপ বুড়ুলে আগমনের পর বহু বিপ্লবী এই নলদাঁড়ি ঘাট দিয়ে বুড়ুল আসতেন। অভিজিৎ বাবু এইসকল তথ্য নিয়ে ইতিপূর্বে বিপ্লবী পদধূলিধন্য নলদাঁড়ি ঘাট নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন।

মাঙ্গলিকী

সুন্দরবন লোক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাখিরালয় গ্রামে বছরের শেষ সপ্তাহের তিন দিন ধরে বাংলা নাটক ডট কমের আয়োজনে 'সুন্দরবন লোক উৎসব' সংগঠিত হল। সুন্দরবনের স্থানীয় ঝুমুর, ভাটিয়ালী, বাউল শিল্পীদের নাচ গানে ভরপুর ছিল এই অনুষ্ঠান। সুন্দরবনের গোসাবায় এক সময় স্যার দ্যানিয়াল হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে এসেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর। তাঁর রাত কাটানোর ব্যাবস্থা হয়েছিল স্থানীয় বেকন বাংলোতে, আজও সেই কাঠের বাংলোটি কবির স্মৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পর্যটকদের কাছে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বেকন বাংলোর মাঠেই সুন্দরবন লোক উৎসবের বেশ বড় অংশের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হল, সুন্দরবনের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি কৃষ্টি কে শহুরে পর্যটকদের সামনে শীতের মরশুমে তুলে ধরার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। সুন্দরবনের ঝুমুর গানের প্রকাশ দিন দিন প্রকাশ্যে আসায় আজ এই গানের সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি ও পেয়েছে।

রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উদয়নারায়ণপুর হাওড়া জেলার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। উদয়নারায়ণপুরের গড়ভবানীপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই এলাকায় কান পাতলেই রাণী রায়বাঘিনী ভবশঙ্করীর দোর্দন্ডপ্রতাপের কথা এখনও শোনা যায়। এই প্রাচীন ইতিহাসকে সবার কাছে তুলে ধরতে এলাকাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এলাকার বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে গড়ে উঠছে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি পর্যটন কেন্দ্র।

জানা যায়, আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত গড়ভবানীপুর ছিল ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগনার রাজধানী। চতুরানন মহানিয়োগী হুগলি জেলার দিলাকাশ থেকে এই রাজধানী গড়ভবানীপুরে নিয়ে যান। বর্তমান হাওড়া, হুগলি, বর্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও মেদিনীপুর নিয়ে কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িশা) সীমা পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দ্বিতল রাজবাড়ির পাশে গোপীনাথ জিউ মন্দির সহ গড়পুকুর, ফুলপুকুর ও ঘটপুকুরের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি সুড়ঙ্গ পথে একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ ছিল। এই রাজপরিবারের বীরাঙ্গনা রাণী ছিলেন রাজা রুদ্রনারায়ণের পত্নী রাণী ভবশঙ্করী। তিনি পাঠান সুলতান কোতল খাঁর সেনাপতি ওসমান খাঁকে পরাজিত করেন। তাঁর এই বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর সেনাপতি মানসিংহ কে গড়ভবানীপুরে পাঠান এবং রাণীকে রায় বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী উপাধিতে ভূষিত করেন।

রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি রক্ষা সমিতি সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালে রাজ্যে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হলে তৃণমূল কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় আসার পরেই এই জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই

এই পর্যটন কেন্দ্রে স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র,১০ লক্ষ টাকায় একটি শৌচাগার এবং ৫ লক্ষ টাকার একটি নজর মিনার। এছাড়াও পর্যটন কেন্দ্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদের অর্থানুকুল্যে ৩০ লক্ষ টাকায় তিনটি সুদৃশ্য তোরণ তৈরী হয়েছে। স্মৃতি রক্ষা সমিতি সূত্রে আরও জানা যায়, উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজার উদ্যোগে ১৬ লক্ষ টাকায় স্থানীয় মণিণাথ পুকুর ও মন্দির চত্বর সৌন্দার্যায়ন করা হয়েছে।হাওড়া জেলা পরিষদ, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতি,স্থানীয় গড়ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আর্থিক ও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

পর্যটন কেন্দ্রটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পর্যটন কেন্দ্রের ভিতরে একটি মিউজিয়াম, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, মুক্তমঞ্চ, শিশু উদ্যান, বায়ো ডাইভার্সিটি পার্ক, কটেজ, অতিথি নিবাস, হস্ত শিল্প কেন্দ্র, মূর্তি সহ ল্যান্ডস্কেপ এবং বোটিং এর ও ব্যবস্থা থাকবে। ইতিমধ্যেই হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি মাস্টার প্ল্যান রাজ্য পর্যটন দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। মধ্যযুগের বীরাঙ্গনা রাণী ভবশঙ্করীর চাপা পড়া ইতিহাস এর তিনি আবিস্কারক। ইতিহাস রুদ্ধ গড় ভবানীপুর এর জনপদ তথা উদয়নারায়ণপুর তাঁর হাত ধরে রাজ্য পর্যটন মানচিত্রে অঙ্গীভূত হয়েছে।

ইতিহাস বিশ্রুত গড় ভবানীপুরে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা – র নবম বর্ষ(২৭ ডিসেম্বর-১লা জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হলো।

ইতিহাস ধূলি ধুসরিত, সম্প্রীতির আলোকে উদ্ভাসিত বর্ণময় সংস্কৃতির অঙ্গনে ৬ দিন ব্যাপী মেলায় থাকছে প্রতিভা অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতির মাটির ছোঁয়া, মনোজ্ঞ বিনোদন, কবি সম্মেলন, আর গুনীজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক মনোমুগ্ধকর সমন্বয়।

২৭ ডিসেম্বর ২০২১ সোমবার দুপুর ৩ টায় ৯ম বর্ষ রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা –র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় সকলকে কোভিড বিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অরূপ রায়, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সমবায় দপ্তর। এই বর্ণময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলি মৈত্র, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ বসু, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী, আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, জগতবল্লভপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, সাঁকরাইল কেন্দ্রের বিধায়ক প্রিয়া পাল , হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়ার জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা পরিষদের কৃষি-সেচ-সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রমেশ পাল, হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার সৌম্য রায়, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক শমীক ঘোষ, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রবীর কুমার শিট, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুলেখা পাঁজা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন গড়ভবানীপুর রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি রক্ষা সমিতির সভাপতি তথা উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা।

বৈঁচিতে কবিতার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সমন্বয় সমিতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বৈঁচি বাঁটিকা গার্লস হাই স্কুলে গত শুক্রবার বছরের শেষ দিন শীতের অলস দুপুরে এক ঝাঁক কবি সাহিত্যিক মিলিত হয়ে অনুগল্প, কবিতা, ছড়া পাঠ করলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চাকরি করতেন স্কুলে। বাংলার শিক্ষক ছিলেন। সদ্য ২০২১ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর

নিয়েছেন। তাঁর অপ্রকাশিত লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। শিক্ষকতা করার ফাঁকে সাহিত্যচর্চা, কবিতা লেখা চালিয়ে যান জোরকদমে। তিনি একটি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাঁর বাংলা ভাষায় বহু কতিগুলি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর একক কবিতার ঢালি নিয়ে আসেন একে একে। কবি সাহিত্যিকরা হলেন সেখ নসরৎ আলি, ধীরেন চন্দ্র রায়, অশোককুমার রায়, সংগ্রাম মল্লিক, মলয় চন্দ্র হালদার, শিবশংকর বক্সী, বিকাশ দাস, অমলকুমার, দেবকী দুলাল চক্রবর্তী, সুজাতা বক্সী, রাম পাত্র প্রমুখরা।

নেতাজিনগর সরস্বতী নাট্যশালার নাট্যোৎসব

১ম পর্ব

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ২৭ ডিসেম্বর থেকে টানা ৩১ ডিসেম্বর (১ম পর্ব) শুরু হল মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। এই উৎসব পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলো। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি তপন থিয়েটারে। চন্দন দাশের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হল।

১ম নাটক রঘুনাথ গঞ্জ নাট্য নিকেতনের 'ভুলভুলাইয়া'। নির্দেশনা নারায়ণ মণ্ডল। স্বপ্ন দেখা নিয়ে যত গণ্ডগোল। চিত্রদীপা স্বপ্ন দেখে এবং তা কাকতালীয়ভাবে সত্য হয়ে যায়। এই নিয়েই একটি প্রহসনমূলক হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা। শেষে জানা যায় যে মেয়েটিকে নিয়ে চিত্রদীপা তার স্বামীর সাথে ঘুরে বেড়াতে দেখছে সে আর কেউ নয় সে নিজেই। দর্শক মজা পেলেও সেভাবে হাসতে পারেনি। একটু মোটা দাগের কমেডি। নারায়ণ মণ্ডল দক্ষ অভিনেতা।

দ্বিতীয় নাটক চ্যাটার্জী হাট অনুকৃতি প্রযোজিত 'এখনো অন্ধকার'। নির্দেশনায় তাপস দাস। রচনা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। নাট্যদলগুলির একেবারে ভিতরের খবরাখবর নিয়ে তৈরি নাটক। ছোট নাট্যদলের শো শেষ হবার পরে নাট্য দলের রোজনামচা দিয়ে শুরু হয় নাটক। দলের পুরস্কার পাওয়াকে কেন্দ্র করে নির্দেশক চরিত্রে শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে দলের সম্পাদক তাপস দাসের (সুজিত) মতান্তর ঘটে। আদর্শবাদী শ্রীকান্ত চরিত্রে আশিস ঘোষ অনবদ্য। দলগত সংহতি বেশ ভালো। আর যারা অভিনয় করলেন অমিত কুণ্ডু, সমীর রায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য, প্রকৃতি সাহা, অর্পিতা দাস এবং ইন্দ্রনীল সাহা।

২৮শে অভিনীত হয় স্যাফো-চিত্রাঙ্গদা। রচনা ও নির্দেশনা রাকেশ ঘোষ। গ্রীসের আদিযুগের মহিলা কবি স্যাফো। আনুমানিক ২৬৩০ বছর পূর্বের মহিলা প্রতিবাদী কবি। চিত্রাঙ্গদা মহাভারতের মণিপুর রাজকন্যা প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বের চরিত্র। সময় ও স্পেসকে ধরে অনেক পিছিয়ে গিয়ে কাল্পনিকভাবে দুই অনুপম চরিত্রকে ধরা হয়েছে কাল্পনিক ভাবে। বাস্তবে কখনই তা হয়ত সম্ভব নয়। তবে কল্পনার জগতে অর্থাৎ নন-রিয়ালিস্টিক ভাবে বা জগতে হয়ত আনা অসম্ভব নয়। রিয়ালিস্টিক জগৎ সীমিত কিন্তু নন রিয়ালিস্টিক জগৎ অনন্ত অসীম এবং মুক্ত। কাহিনীর বিস্তারে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, তা থাকবেও। বিতর্ক চলুক তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু উপস্থাপনার প্রসাদগুণে নাটকটি দর্শকানুকুল্য পেয়েছে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও স্যাফো তাঁর কাম, প্রেম বারবার অর্পণ করতে চেয়েছেন নারীতে। নারী নারীকে পুরুষের সম সুখ দেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সে কালেও মানতে পারেনি আজও পারে না।

ভিন্ন সময়ের দুই নারী এক হয় আজকের সময়ে, তাদের প্রেম হয়। রাষ্ট্রের অনুগত সিস্টেম কাল্পনিক চরিত্র মদন রাষ্ট্রের নির্দেশে স্যাফো চিত্রাঙ্গদাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। চিত্রাঙ্গদা বায়োলজিক্যালি নারী হলেও অন্তরে পুরুষ। ঐতিহাসিক ও এক পৌরাণিক নারীর প্রেম হয় আজকের সময়ে। রাষ্ট্র এই প্রেমকে অস্বীকার করে। এই আখ্যান নিয়েই দমদম শব্দমুগ্ধ-র আজকের কাল্পনিক পালা এই নাটক। অভিনয়ে স্যাফো চরিত্রে কৃষ্ণা রায়, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে লোপামুদ্রা গুহ নিয়োগী এবং মদন চরিত্রে রঞ্জন বোস অনবদ্য অভিনয় উপহার দিল। রাজেশ্বরী নন্দীও বেশ ভালো। এই বিশেষ দিনে সরস্বতী নাট্যশালার পক্ষ থেকে নাট্য শিক্ষক-নির্দেশক চেতনা দলের কর্ণধার অরুণ মুখার্জী এবং বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনা, বারাসত অনুশীলনীর কর্ণধার বিজয় মুখার্জীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২৯শে নাটক দক্ষিণেশ্বর কোমল গান্ধার প্রযোজিত Fitting। নাটক

মনোজ মিত্র, নির্দেশনায় মুরারি মুখোপাধ্যায়।

মজাদার মালমশলা সমেত মজাদার সংলাপ ও মজাদার উপস্থাপনা। পৃথিবীতে কোনও শূন্যতাই দীর্ঘস্থায়ী হয়না, শুধু সময়ের অপেক্ষা। বার্তাটি মন্দ নয়। নির্মল হাসির নাটক। দর্শক কুল হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। সময়টা বেশ ভালো কাটলো। অভিনয়ে ছিলেন অলোক গুপ্ত (বেচারাম), দেবদাস ঘোষ (বড় ছেলে) এবং নির্দেশক মুরারি মুখোপাধ্যায় (নগেন) প্রত্যেকেই বেশ ভালো চরিত্রায়ণ করলেন। মুরারিবাবু পাঞ্চ লাইনগুলি এতো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন তারিফ করার মতো। হাস্য রসের মোড়কে একটি মানবিক উপস্থাপনা।

দ্বিতীয় নাটক সন্তোষপুর মনন প্রযোজিগত, অমল চক্রবর্তী নির্দেশিত সামাজিক পালা 'প্রজন্ম'। সমরেশ মজুমদারের চৌকাঠ গল্প অবলম্বনে তৈরি নাটক। মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনী নির্ভর নাটক। আজকালকার নাগরিক জীবনে আকছার ঘটে চলেছে। নতুনত্ব তেমন কিছু নেই। তবে অভিনয় গুণে সমৃদ্ধ নাটক। প্রত্যেকেই ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। যারা অভিনয় করলেন তাদের মধ্যে অমিতাভ চ্যাটার্জী (সুবিমল), কাকলি কোলে (শোভনা), সন্ধ্যা চরিত্রে অরুন্ধতি সরকার, সনক, অভিজিৎ, শায়ন, সনাতন, সৌভিক এবং বিশ্ব শান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।

৩০শে প্রেক্ষাপট প্রযোজিত সুবীর ভট্টাচার্য রচিত এবং অভিজিৎ গাঙ্গুলী নির্দেশিত নাটক গ্রহণ কাল। রাজনৈতিক নাটক। আজকের প্রেক্ষিতে বড়ই প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক নেতা শুভঙ্কর বসু ভোট প্রচারে এসে আদিবাসী মানুষদের আবেগকে হাতিয়ার করে। ভোটে জেতার এক রাজনৈতিক কৌশল সুপ্ত থাকলেও সে তার নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে আদিবাসী সুখিয়া-মুনিয়া ওরফে মতিয়ার পুত্র আবিরকে চাকরির টোপ দেয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়না। জানা যায় এই মুনিয়া ওরফে মতিয়াই যৌবনের শুভঙ্করের প্রেমিকা, যাকে সে গর্ভবতী অবস্থায় ছেড়ে চলে যায়। পরিশেষে সুখিয়াই তাকে বাঁচায়। সব কিছু প্রকাশ হতেই নেতা প্রাণ বাঁচাতে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অভিনয়ে কল্যাণ সাহা (সুখিয়া), মৈনাক চক্রবর্তী (আবির) এবং মতিয়া ওরফে মুনিয়া চরিত্রে মোনালিসা মাইতি বেশ ভাল কাজ করলেন। এছাড়া যারা ছিলেন যথা সুভাষ মজুমদার, দিয়া দত্ত, কার্তিক মণ্ডল এবং আরও অনেকে।

দ্বিতীয় নাটক বৃত্তান্ত প্রযোজিত, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'স্তর'। পরিবেশ বিজ্ঞান ভিত্তিক বলিষ্ঠ প্রযোজনা, এবং বর্তমান বিশ্বের কাছে অ্যালার্মিং। সুন্দর উপস্থাপনা। ভুগর্ভস্থ জলস্তরকে তোয়াক্কা না করে যারা লাগাম ছাড়া ইমারত গড়ে অর্থলোলুপ ব্যবসায়ী টেনে নিচ্ছে মাটির প্রাণ, কাটছে গাছ এবং তার ফলস্বরূপ বাড়ছে উষ্ণায়ন, তবু কোনও হেলদোল নেই। শেষে রুখে দাঁড়ায় এক বিজ্ঞানী তার পাড়াপড়শিদের নিয়ে। এই নিয়েই তৈরি নাটক। দলগত সংহতির নাটক। নাটকের কলা কুশলী অনেক, তার মধ্যে চয়নিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন রায়চৌধুরী, শরৎ সাহা, প্রশান্ত ধর, টিনা দাস, অনন্যা চৌধুরী, প্রসেনজিৎ সাহা, প্রসেনজিৎ সান্যাল, উৎপল আগুয়ান, অরুণাভ দাস, নির্মল দাশগুপ্ত প্রমুখেরা ভালো শিল্পী। আরও একটু সিঙ্কোনাইজ করলে নাটকের গতি আরও বাড়বে।

৩১শে সন্ধ্যা ৬টায় নাট্য আলোচনা সভা। বিষয় থিয়েটার থেকে টিভিতে শূন্যতা না পূর্ণতা। বক্তা – বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজন হালদার, অভীক ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল শুক্লা।

বিল্বদলের কথায় উঠে এলো টিভির হাতছানি এড়ানো কঠিন। শিল্পীর দুই তিন মিডিয়ায় কাজ করার ইচ্ছা থাকবেই। লক্ষ্যটি অভিনেতা শিল্পীকেই ঠিক করতে হবে। সন্তু মুখার্জী সব মাধ্যমেই কাজ করেছেন, সফলও হয়েছেন। এটা তার পূর্ণতা। তিনি যাত্রাভিনয়ের ধারাটিই পাল্টে দিয়েছেন। শিল্পী যদি ব্যালান্স করতে পারে তবে অসুবিধা কোথায়। অভিয়ের ধারা বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রকম, সেটা জানতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা কিছু না জেনে সেখানে গেলে কোনও লাভ নেই, এটা শূন্যতা।

অভীক ভট্টাচার্য বললেন ৯০ সাল থেকে ২০১৪ অভিনয়ে যুক্ত ছিলাম। যারা পারফরম করেন তাদের একটা মোহ কাজ করে। ট্রান্সে যাওয়া শিল্পীর উত্তরণ। প্রকৃত শিল্পীর কোন পূর্ণতা হয় না। Quest বা খোঁজ শিল্পী অন্তিম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যারা শিল্পের গভীরে চর্চা করেন, তাদের কাছে শূন্যতা পূর্ণতা কিছুই কোন ম্যাটার করে না। ফলে তার ব্যালান্সের দরকার হয় না। আলোচনা হওয়া উচিত মঞ্চের পূর্ণতা, শিল্পের পূর্ণতা, দর্শকের পূর্ণতা, তবে পূর্ণতা কার? কোন এক সার্বিক ক্রাইসিস থেকে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করলে বা শুধু মুখ দেখাবার কৌশল হিসাবে নিলে সেটা শূন্যতা, পূর্ণতা নয়।

ইন্দ্রনীলের কথায় থিয়েটার থেকে কি নিয়ে যাচ্ছি? আলোর বোধ, শব্দের বোধ নাটকে শেখা যায়। নাটক জ্যান্ত মানুষের সাথে জ্যান্ত মানুষের ইনটারেকশান। নতুন মাধ্যমকে গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই। তবে শিল্পীকেই খুঁজতে হবে। ঝাড় দিয়ে ধুলো সরানো যাবে না তাহলে জুতো পরে নাও না বাপু। মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। এই যাত্রা চলতে থাকুক। নাটক থেকে যা শিখে এসেছে তা অন্য মাধ্যমে খাটানো যায়, ফলে জানালাটা খোলা থাকুক, শূন্যতা না পূর্ণতা এটা ভাবার কোনও দরকার নেই। শ্রীজন হালদারের কথায় শিল্পীদের যখন মোহ গ্রাস করে গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে এটা শূন্যতা। গভীরভাবে ভাবলে শিল্পের কোন পূর্ণতা শূন্যতা হয় না। ব্যাঙের ছাতার মতো ক্লাব বা নাট্যদল যেভাবে গজিয়ে গেছে তাতে ক্ষতি হয়েছে। শিল্পীরা নাটকের থেকে নিজের আইডেনটিটি কার্ড তৈরি করছে, এটা শূন্যতা। মোহ আর মায়া যেন সব গুলিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক কারণেও শিল্পীরা অন্য মাধ্যমে যেতে বাধ্য হয়। নাটকের দাদারাই আগে আসে সিরিয়ালে বা পর্দায়। গ্রুপ থিয়েটারগুলিই শিল্পীর কারিগর তৈরির কারখানা। তবে অন্বেষণটা থাকা দরকার। এরপরে অন্তরা চ্যাটার্জী রচিত, সুমিত রায় ও প্রসেনজিৎ বর্ধন নির্দেশিত এবং কাব্যকলা মনন ও দেবান্তরা আর্টস প্রযোজিত নাটক (ইংরেজী) The last Supper অভিনীত হয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ গল্পকার রোয়াল্ড ডাহলের একটি অতি পরিচিত অনবদ্য নাটক অবলম্বনে তৈরি। চেনা ছক ভেঙে এখানে পাত্রদের উল্টে পাল্টে এক অদ্ভুত রোমহর্ষক খুনের কাহিনী দেখতে পেলাম। এখানে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর স্বামী গোয়েন্দা প্যাট্রিক মেলনি খুন হন। কে? তাকে খুন করলো তাই নিয়েই নাটক। সূচিছিদ্র নীরবতায় নাটকটি দেখে দর্শক আপ্লুত। অভিনয়ে সুমিত কুমার রায়, ভাস্কর মুখার্জী, দীপ্তজিৎ, পল্লব মিশ্র এবং সুলগ্না চক্রবর্তী। আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে মেলনির ভূমিকায় সুলগ্না চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয়। মেরি মেলনিকেও জীবন্ত করে তুলেছে।

চন্দননগর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২তম চন্দননগর বইমেলা ইস্পাত সংঘের পরিচালনায় ৭ জানুয়ারি ভাকুণ্ডা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শুরু হচ্ছে। মেলা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। সহযোগিতায় চন্দননগর পুরনিগম। উদ্বোধন করবেন জনপ্রিয় মিঠাই টিভি সিরিয়ালের 'দাদু' চরিত্রের অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। এছাড়া থাকবেন পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক সৌরভ চ্যাটার্জী জানালেন, মেলায় নামিদামি প্রকাশনা ছাড়াও ৭০টি বইয়ের স্টল থাকছে। এ বছর মেলায় থিম 'চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট'। ওই দিন এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চন্দননগরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পীঠস্থান। এর মধ্যে বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন ও জীবনী প্রকাশ হবে ধ্রুবতারা পত্রিকায়। ওই দিন 'আবিষ্কার'পত্রিকার সংখ্যাও প্রকাশিত হবে। দশদিনের মেলায়

প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক প্রভৃতি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকছে 'ক্যুইজ'। পরিচালনার দায়িত্বে বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী। সংগঠনের একনিষ্ঠ সুশান্ত সিংহ (বাচ্চু) বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও ব্যান্ডেল থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ৭০ লাখ ফ্রি পাশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সকল পড়ুয়ারা অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। সংগঠনের সভাপতি জয়দীপ শর্মা জানালেন মেলায় মাঠের প্রচন্ড সমস্যা একটা রয়েছে। যদিও অগুনতি স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকরা একটি নির্দিষ্ট সেন্ট্রাল মাঠ মেরী পার্কে হওয়ার জন্য সোচ্চার হয়েছেন ও গণ স্বাক্ষর করেছেন।

ভারতের লবণ সত্যাগ্রহর প্রথম শহিদ নীলা গ্রামের আশু দলুই

পাঁচু গোপাল মাজী : গত ২০২১ সাল স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উৎসব আমরা মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করেছি। এই উপলক্ষ্যে দেশের অনেক মহান বরেণ্য বীর শহিদ বিপ্লবীদের আমরা স্মরণ করেছি- সন্দেহ নেই। তবে আমরা ভারতের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম শহিদ এ যুগের অভিমুন্য কিশোর বীর বিপ্লবী স্বর্গীয় আশুতোষ দলুইকে কী তেমনভাবে স্মরণ মনন করলাম কি না প্রশ্ন জাগে।

মহাভারতের অভিমন্যু, কিশোর বয়সী যোদ্ধা, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রের চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন। সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত কিশোর আশুতোষ দলুই অহিংস লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে তৎকালীন চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের নীলা গ্রামে ব্রিটিশের লবণ আইন অমান্য করে লবণ তৈরি করতে গিয়েছিলেন। সেদিন ছিল ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল। হিংসাত্মক ব্রিটিশ পুলিশের চক্রব্যূহে তাঁকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সমগ্র চব্বিশ পরগনা তথা বাংলা শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোটা ভারত স্তম্ভিত হয়েছিল। আর আট বছর পরে সেই ঘটনার শতবর্ষ অতিক্রম করবে। আমরা কেমন করে ভুলতে পারি সেই বীর শহিদদের আত্মবলিদান।

আশুতোষ দলুইয়ের জন্ম ১৯১৫ সালে। জন্মস্থান বর্তমান

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাঁকজোল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নিশিকান্ত দলুই ও মাতা উত্তরা দেবী। সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় পড়াশুনা বিশেষ হয়নি। গুরুমশাই মুচিরাম মণ্ডলের কাছে যেটুকু লেখাপড়া হবার হয়েছিল। তবে সবল বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি।

নীলা গ্রামের লাগোয়া হুগলি নদীর ধারে কদিন ধরে (১৯৩০, ৬ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত) লবণ তৈরি করা হচ্ছিল ব্রিটিশ লবণ আইন অমান্য করে। পুলিশও প্রতিদিন বাধা দিচ্ছিল, অত্যাচার চালাচ্ছিল লবণ প্রস্তুতকারীদের উপর। ঘটনার দিন ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল প্রায় তিন হাজার স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে কলকাতা থেকেও প্রায় পঞ্চাশজন সত্যাগ্রহী যোগদান করে। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সেদিন নীলাগ্রাম উত্তাল হয়েছিল। ষোল বছরের কিশোর আশুতোশ দলুই প্রমুখ কয়েকজন পুলিশকে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে গেলে আশুতোষকে গুলি করা হয়। মেহর আলির পায়ে গুলি করা হয় তার পা দুখানা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। বৃন্দাবন মণ্ডল, গোষ্ঠ মণ্ডল ও আরও কয়েকজন

আইএসএলের পারদ চড়ছে

পারঙ্গম শাস্ত্রী : ক্রিকেটের আইপিএল যেমন ফুটবলে তেমন আইএসএল। যাকে ঘিরে আগ্রহের শেষ নেই এদেশের তামাম ফুটবলপ্রেমীর। এমনিতে ফুটবল প্রেমে কলকাতা সবসময়ই শীর্ষ স্থান অধিকার করে এসেছে। এখন আবার ফুটবল-বিপণন-নীতা আম্বানি ও বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে ভারতের দ্রুত উঠে আসার ওপর ভর করে সারা দেশ জুড়েই একটা ফুটবল ম্যানিয়াক তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য তথা শহরে নতুন করে গজিয়ে উঠছে ফুটবল সমর্থক। একথা ঠিক কলকাতা শহরে ফুটবল ঘিরে যে আবেগ ছিল বা আছে তা একমেবাদ্বিতীয়ম। পাশাপাশি এটাও সত্যি ফুটবলকে গ্ল্যামারের আচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়ার পর তাকে ঘিরে নতুন সমর্থক লেবেল তৈরি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। আইএসএল ক্রমে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে। তা বলে ধারে ভারে নিজেদের জৌলুস জানান দিতে শুরু করেছে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব তথা শহর। প্রথমদিকে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল না থাকায় প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তিলোত্তমাবাসী এর পালটা হিসেবে আইএসএল বয়কট করবেন। এখন তো মোহন-ইস্টও রঙ ছড়াচ্ছে আইএসএলে। যদিও প্রথম দুটি বছরের নিরিখে মোহনবাগানের ঝলক অনেকটাই বেশি। তুলনায় ইস্টবেঙ্গল বড্ড ম্লান। তাও আইএসএল তত এর আকর্ষণের গ্রাফ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করছে। এবং তা তিলোত্তমাকে ভালোমতো ছুঁয়েছে তাও স্পষ্ট।

দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে সফলভাবে সংগঠিত হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ। যা

ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে বিশ্ব দরবারে। বলাবাহুল্য, এর প্রচারের একটা বড় আলো শুষে নিয়েছে কলকাতা। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, তৃতীয়-চতুর্থ নির্ধারক ম্যাচ ও সর্বোপরি ফাইনাল সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে। ফুটবলের ভাবাবেগ-উচ্ছ্বাস বনাম পেশাদারিত্বের ঘনঘটা, লড়াইটা এখন এই জায়গাতেই। সমর্থক প্লাবিত স্টেডিয়ামের থেকেও গ্ল্যামারের ঝলকানি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। আই লিগ যে দুয়োরাণী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও যেন কাজ করছে বড় অঙ্কের টাকার হিসেবে। যাতে নাম জড়িয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ ফুটবল ফেডারেশনের। ফলে পরিস্থিতি একটু অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। নীতা আম্বানীদের ইন্ডিয়ান সকার লিগে প্রচুর অর্থ, নাম যশ, বিদেশি তারকাদের সঙ্গে মোচ্ছব করার সুযোগ। যা অত্যন্ত সীমিত আই লিগ পরিকাঠামোয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যতই আমরা অন্যদের নিয়ে নাচানাচি করি না কেন, সেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা নিদেনপক্ষে মহমেডানের সমর্থকরাই গিয়ে মাঠ ভরাচ্ছেন। তা যুবভারতীর বড় মাঠ হোক আর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সীমিত পরিসর হোক না কেন। যুব বিশ্বকাপে দেখা গিয়েছে কলকাতা তথা ভারতীয় সমর্থকদের আবেগের একটা বড় অংশ পেয়েছে ব্রাজিল। তাছাড়াও জার্মানি ও স্পেনকে নিয়েও সমান মুগ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপ জিতে নিলেও সেদেশ ঘিরে সেভাবে কোনও আবেগ টের পায়নি এদেশের সমর্থকরা। আবার আইএসএলে যেসব তারকারা খেলে থাকেন তাঁদের মধ্যে কলকাতার ফুটবল পাগল সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বেশি রয়েছে লাতিন আমেরিকা, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, জার্মান ফুটবলারদের ঘিরে। আফ্রিকার ফুটবলারদেরও আলাদা একটা বাজার রয়েছে। সেক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন যে ইংরেজদের পদানত ছিল ভারতবর্ষ তাদের কোনও ফুটবলারের প্রতি সে আগ্রহ নেই এদেশে।

গলি থেকে রাজপথ হওয়ার গাঙ্গুলিয়ান

অরিঞ্জয় মিত্র : গলি থেকে রাজপথ কি একে বলা যাবে না। কারণ তিনি তো আর অলিগলি থেকে বেড়ে ওঠেন নি একসময়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিনোদ কাম্বলির মতো। অনেকটা সোনার চামচ নিয়েই জন্ম তাঁর। তা বলে ভারতীয় ক্রিকেটের অলিন্দে তাঁর বেড়ে ওঠা কখনই মসৃণ হয়ে ওঠেনি। বরং ১৯৯২ এ অস্ট্রেলিয়া সফরগামী ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর কথা শুনতে হয়েছে তাঁর মহারাজি চালচলনের জন্য। তৎকালীন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের সুনজর ছিল না মোটেই। ভেঙ্কটপতি রাজু বা আর্শাদ আয়ুবকে নিয়ে আজহারের যত না আদিখ্যেতা ছিল তার সামান্যতম যদি আরও এক বাঙালি ক্রিকেটারের প্রতি বর্ষিত হত তবে দুরন্ত পেসার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে যেতে হত না অকালে। এখানেই অবশ্য উঠে আসবে ইস্পাত মানসিকতার কথা। যে মানসিকতায় বলিয়ান হয়ে সৌরভ আজ সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ বাংলার মহারাজের দাপট এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। ব্যাট হাতে যখন কভার ড্রাইভ বা স্পিনারের মাথার ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়ে 'বাপি বাড়ি যা' শট মারতেন তখন চারদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে যেত। জিওফ বয়কট তো এই শটে আপ্লুত হয়ে আর তাঁর রাজকীয় ক্রিকেটীয় মেজাজে

বুঁদ হয়ে তাঁকে ডাকতেন প্রিন্স অফ ক্যালকাটা বলে।

সৌরভের অধিনায়কত্বের গোড়াপত্তন হয় যেসময় তখন ভারতীয় ক্রিকেট ধুঁকছে গড়াপেটার কলঙ্কজনিত অধ্যায়ের চাপে। তৎকালীন অধিনায়ক আজহার, দুরন্ত তারকা অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরদের তাড়া করছে বেটিংয়ের বদনাম। তখন সৌরভকে বেছে নেওয়া হয় ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে। নতুন কোনও প্লেয়ারকে যেমন অনেকসময় আপার অর্ডারে নামিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমালোচকরা বলেন, এটা আসলে তাঁদের প্রতিভাকে ঘেঁটে দেওয়ার চক্রান্ত। সেরকমই কথা উঠেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এমন একটা সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক করে তাঁকে আসলে ভয়ঙ্কর চাপের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। কারণ, মানুষটির নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। চ্যালেঞ্জ যেন তাঁর জন্যই তৈরি হয়। বলাবাহুল্য, সেই চ্যালেঞ্জকে টক্করও নেন নিজস্ব স্টাইলে। হলও ঠিক তাই। সওরভ (বিদেশি কমেন্টেটাররা যে ভাষায় সৌরভকে ডাকতেন) যে ধাতুতে তৈরি তাতে কোনও চাপই তাঁর কাছে নস্যি। তা সেই পাহাড়প্রমাণ চাপ ও বেটিং ভূতের জমানাকে পিছনে ফেলে সৌরভের নেতৃত্বে গড়ে উঠল টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। একঝাঁক নতুন প্লেয়ারকে নিয়ে সৌরভ নিজের মতো করে সেরা দলটা গড়ে পিটে নিলেন। কোনওরকম আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে একেবারে মোক্ষম তাস খেললেন তিনি। আগে ভারতীয় দল বিভক্ত থাকত নানা ধরনের কমিউনে। মুম্বইকরদের কমিউন বা মারাঠা কমিউন, দিল্লিওয়ালা ও উত্তরভারতীয়দের নিজস্ব ইউনিট। আবার দক্ষিণ ভারতের খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের শাখা মূল দলটার একতাই খেয়ে ফেলেছিল। সৌরভ যে টিম গড়ে তুললেন তাতে দেশের নানা প্রান্তের প্রতিনিধিরা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠলেন। একগুচ্ছ নব্য ক্রিকেটার হয়ে উঠলেন তারকা। বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, অজিত আগরকরদের তুলে আনলেন সামনের সারিতে। সৌরভ এই যুদ্ধে সঙ্গে পেয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে। শচীন তেণ্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুম্বলেদের সঙ্গে পাওয়াটা নিশ্চিতভাবে বিশাল।

সৌরভের টিম ইন্ডিয়া যে শুধু নামেই রয়েছে , কামে নয়, তা হাড়ে হাড়ে মালুম পেল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন ক্রিকেটটা খেলতে জানে ভারতও। পাকিস্তানের কাছে হারের ইতিহাসকে পুরো বদলে দিলেন নিজের অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে। সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সৌরভ পাকিস্তানের মাটিতে এনে দিলেন আকাঙ্খিত জয়। অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়াকে মাঠে অপেক্ষা করালেন টস করার সময়। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট জয়ের পর সৌরভের জার্সি খুলে তা ঘোরানো তো আজও ক্রিকেটীয় মহাগাঁথায় পরম সমাদরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

দক্ষিণ বারাসতে আমন্ত্রণী ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঙালির সাথেই ফুটবল জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গী ভাবে। এত কিছুর মাঝে কিছুটা হারিয়ে যেতে বসেছে এই খেলাধূলা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ক্রমশ আমরা ভুলে যেতে বসেছি খেলাধূলা। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এমপি কাপ, এমএলএ কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর তাই তৃণমূল কংগ্রেসের ২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে বছরের ১ম দিন পালন করা হল দিবারাত্রি আমন্ত্রণী ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণ বারাসত ফুটবল

মাঠে এদিন সাদা পায়রা উড়িয়ে, বেলুন উড়িয়ে ও ফুটবলে শট মেরে এই খেলার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত খান, জয়হিন্দ বাহিনীর জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর, দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরুণ নস্কর, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্নেহাশীষ নাইয়া, উপপ্রধান লাল্টু লস্কর, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন খেলা শুরুর আগে ফাইনালে বিজয়ী ও রানার্স ট্রফি নিয়ে দক্ষিণ বারাসতের আদ্য মহেশতলা থেকে পঞ্চায়েত অফিস অবধি একটি শোভাযাত্রা বার হয় বিধায়ককে সামনে রেখে। এদিনের খেলায় ৮ টি আমন্ত্রণীয় দল অংশ নেন। শীতের আমেজে বহু ক্রীড়ামোদী মানুষ এই খেলা দেখতে সকাল থেকেই মাঠে ভিড় করেন। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস জানালেন, খেলার মাধ্যমে শরীরচর্চা হয়। তাই এই খেলাধুলার উপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেশি জোর দিচ্ছেন। আগামী দিনে আরও বড় মাপের খেলা হবে জয়নগরে। এদিন বিধায়ক গণেশ মন্ডলের দল বিজয়ী হন।

ক্যারাটেতে আট পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: নর্থ বেঙ্গল মার্শাল আর্ট অফ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আয়োজিত দ্বিতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ -২০২২ - এ ময়নাগুড়ি স্পোর্টস এন্ড ক্যারাটে ডো একাডেমি আটটি পদক জয়লাভ করেছে। চ্যাম্পিয়নশিপটি ১-ম ও ২-য় জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় কুচবিহার রাজবাড়ী স্টেডিয়ামে । ময়নাগুড়ি স্পোর্টস এন্ড ক্যারাটে ডো একাডেমির কোচ কাশী দেবনাথ জানান , তাদের একাডেমি থেকে মোট ১২ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ৮ জন পদক জিতেছে। সোনা জিতেছে পায়েল দেবনাথ, রুপো জিতেছে মল্লিকা রায়, ব্রোঞ্জ জিতেছে হিমানি রায়, বিট্টু দেবনাথ,মনোজ রায়,সুবোধ মন্ডল , পায়েল রায় ও মানব রায়। অন্যদিকে দাদাভাই ক্লাবের দীর্ঘদিন থেকেই তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে আসছে এখানে। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা জেলা তথা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সুনাম অর্জন করে। এবার তাদের নতুন পালক যোগ হলো। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া ন্যাশনাল হ্যাফকিডো প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ির দাদাভাই ক্লাবের পক্ষ থেকে চার জন খেলোয়াড় এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে দুজন গোল্ড এবং দুজন সিলভার মেডেল হিসেবে বিজেতা হন। স্বাভাবিকভাবেই খুশি খেলোয়াড় থেকে শুরু করে প্রশিক্ষক পাপ্পু গুহ রায় ও অভিভাবকরা।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে তপন

মলয় সুর : বাড়ির পাশেই মানকুণ্ডু খেয়ালী খেলাঘর ক্লাবের খেলার মাঠ। বিকেল হলেই পড়শিদের চোখ থাকে ওই মাঠের দিকে। কারণ স্থানীয় পল্লি বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েরা খো-খো খেলতে ছুটে আসে এই মাঠে। তপন পালও খো খোতে উঠে এসেছে ঠিক এইভাবে। প্রথমাবস্থায় শরীর চর্চা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। পরে বড়দের দেখে খো-খো কোর্টে ঢুকে পড়ে। ব্যস। তারপর থেকে শুধু সাফল্য আর সাফল্য। ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদে জাতীয় সাব-জুনিয়র গেমসে বাংলার হয়ে অংশ নেয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। সেই শুরু তারপর কোচ কাম কর্মকর্তা দিবেন্দু দাসের হাতে পড়ে উত্তরণের পথে এগিয়ে চলা। ২০১৯ সালে নেপালের কাঠমাণ্ডুর পোখরাতে ১৩ তম সাউথ এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়ে ইন্ডিয়া খো-খো দল চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই বাড়তি উৎসাহকে পাথেয় করে এগিয়ে চলতে বদ্ধ পরিকর সে। মানকুণ্ডু পাল পাড়া সরস্বতী পল্লির ছেলে তপন। ওর বাবা সুভাষ পাল রাজমিস্ত্রি। ওরা তিন ভাই বড় তাপস, মেজ কৃষ্ণকান্ত সেও খো-খো খেলে। আর ছোট তপন। মা সবিতা গৃহবধূ।

২০১৫ সালে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। আগে তাঁরা টালি ছিটে বেড়ার মামার বাড়িতে থাকত। এখন পাশেই নতুন পাকা বাড়িতে থাকছে। সে ২৩ বার খো-খো চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বেশ কয়েকবার সেরা রানার পুরস্কার পান। ২০২০তে ভদ্রেশ্বর পুরসভায় স্পোর্টস কোটায় চাকরি পান। তবে দারিদ্রতা কোনও দিনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তপনের খো খো খেলার জীবনে। অন্যদিকে রাজ্য খো-খো সংস্থার সেক্রেটারি কল্যাণ চ্যাটার্জী, দিবেন্দু দাস (ভোলা), চিত্তরঞ্জন দে, মিন্টু দাঁরা খেলার সরঞ্জাম ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে এতদূর পৌঁছতে পারতাম না। কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন তপন। সবে তো বয়স ২৬ বছর। তাই প্রশংসায় হারিয়ে ফেললে চলবে না নিজেকে। নিজেকে নিংড়ে দিতে হবে সব ভাল খেলার জন্য। সেই ৭ বছরের খো-খো খেলার জীবনে তপন ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা হার্ডল পেরিয়ে এসেছে।

মাঠ মাতালেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদে প্রচলিত রয়েছে যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। কেউবা পা দিয়েছেন ত্রিশের কোঠায় আবার কেউ বয়স সত্তরের দোরগোড়ায়। এঁরা সকলেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অজপাড়া গাঁয়ের কুলবধূ। কুলবধুরা এতোদিনে সংসার সামলে সুন্দরবন রক্ষা করতে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করতেন। এমনকি নদীবাঁধে মাটি দিয়ে বন্যার হাত থেকে গ্রামকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নন।আর সেই কারণে আজ তাঁরা আরও এগিয়ে যেতে চায়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা বর্তমানের আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরাজী নববর্ষে তাঁরা একত্রিত হয়ে ফুটবল খেলবেন।

যেমন বলা তেমন কাজ। শনিবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালী অঞ্চলের প্রজাঘেরী গ্রামের মহিলারা সংসারের দায়িত্ব পালন করে মেতে উঠলেন বাঙালির সেরা ফুটবল খেলা নিয়ে। দিল্লির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুঞ্জ এই খেলায় তাঁদের উৎসাহ দিয়ে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে সমস্ত মহিলারা কখনও কোনদিনও কোন খেলায় অংশগ্রহণ করেনি, তেমনই ঘরের গৃহবধূদের উৎসাহিত করতে এদিন ফুটবল খেলার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন খেলা ধুলো আয়োজন করা হয়। মহিলাদের হাডুডু ও মহিলাদের জন্য কাছি টানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সংস্থার তরফ থেকে। এদিন খেলার সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গুরুদাসী মণ্ডল, উপপ্রধান দিলীপ মণ্ডল, গুঞ্জ সংস্থার সদস্য প্রশান্ত সরকার, সমাজ সেবক ধনঞ্জয় মণ্ডল, আকুল বিশ্বাস, সন্তোষ গায়েন, অপূর্ব রায়, মধুসূদন মণ্ডল সহ গ্রামের বিশিষ্টরা। মহিলাদের এমন খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন গ্রামের অন্যান্য কুলবধু সহ এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ। প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ রাজ্যে এমন খেলা এই প্রথম বলে গ্রামবাসীদের দাবি। সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকরা ভীষণ আনন্দ পেয়েছেন মহিলাদের বিভিন্ন খেলা দেখে। অন্যদিকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে খুব খুশি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরস্বতী, গীতা, চন্দনা, সুমিত্রা, নমিতাদের মতন ৮০ জন কুলবধূ। খেলা শেষে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুঞ্জ এর তরফ থেকে মিলেছে সকলের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

বঙ্গ রাজনীতির ময়দান ও খেলদুনিয়ার হালহকিকৎ

যুধিষ্ঠির নস্কর : গত কলকাতা পুরসভাতে জিতে আসতে দেখা গেল এক ক্রিকেট কর্তাকে। ঠিক ধরেছেন। তিনি হলেন বিশ্বরূপ দে। এর আগেও পুরভোটে জিতে কাউন্সিলর হতে দেখা গিয়েছে শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপির হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে দেখা গিয়েছে বাংলার তারকা পেসার অশোক দিন্দাকে। এই মুহূর্তে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার স্রোত এলেও এখনও কিন্তু পদ্মতে আস্থা রেখে সক্রিয় রয়েছেন অশোক। তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে তা প্রমাণ পাচ্ছে। ২০২১-এর কঠিনতম লড়াইয়ে জিতে বিধায়ক হতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল তারকা বিদেশ বসুকে। তিনি অবশ্য অশোক দিন্দার বিপরীত মেরুতে। অর্থাৎ তৃণমূলে।

সুদূর অতীতে বিধানসভা নির্বাচনে যে ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শিকে যদি কারও ছিঁড়ে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি হলেন ক্রিকেটের আঙিনা থেকে অবসর গ্রহণ করা লক্ষ্মীরতন শুক্ল। হাওড়ার যে কেন্দ্র থেকে লক্ষ্মী জিতে এসেছেন তা ছিল ২০১৬-র বিধানসভার প্রেক্ষাপটে অন্যতম কঠিন আসন। সেই জায়গা থেকে দুই জাদরেল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সন্তোষ পাঠক এবং বিজেপির অভিনেত্রী প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে হারানো চাট্টিখানি কথা নয়। সেই অসাধ্যসাধন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মী। হাতেগরম ফলও পেয়েছেন। একেবারে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পদে ভূষিত হয়ে। অরূপ বিশ্বাসের অধীনে তিনি প্রতিমন্ত্রী হলেও জানা গিয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের খেলাধুলার বিকাশে লক্ষ্মীর ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে চাইতেন । বলা যায় লক্ষ্মীলাভে বাংলাকে দেশের ক্রীড়া মহলে এক নম্বর করে তোলাই এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। অথচ বাংলার ক্রিকেটে নিজেকে নিংড়ে দেওয়া লক্ষ্মীর বিদায়ের সময়টা মোটেই মসৃণ ছিল না। বরং বেশ অপমানের মধ্যে দিয়েই তাকে খেলা ছাড়তে হয়েছিল। লক্ষ্মীর এই অকাল বিদায়ে খলনায়ক হিসাবে যাদের নাম শোনা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও দুই তরফেই একে পুরনো কাসন্দি বলে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তাও লক্ষ্মীর ক্রিকেট কিট তুলে রাখার পিছনে সৌরভের মস্তিষ্কও

অভিযুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের কি অমোঘ ফলাদেশ। মন্ত্রী হওয়ার পরে পরে সেই লক্ষ্মীকেই সংবর্ধনা দিতে দেখা যায় সৌরভের নেতৃত্বাধীন সিএবিকে। যাতে হাজির ছিলেন বিশ্বরূপ দে সহ সিএবির অন্যান্য কর্তারাও। লক্ষ্মী নিজেও বলছেন ইডেন গার্ডেনস তার কাছে পবিত্রভূমি। সেই ইডেনে শপথ নেওয়ার পর আসতে পেরে তিনি বিগলিত। পরবর্তীতে অবশ্য সেই লক্ষ্মীরতনকে খানিকটা অসম্মানজনকভাবে বিদায় নিতে হয় রাজনীতির ময়দান থেকে। শোনা যায় সেসময় লক্ষ্মীর পদ্মলাভ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সেকারণেই ঘাসফুল সংসার থেকে তাঁর অকস্মাৎ বিদায় ঘটে। শেষপর্যন্ত লক্ষ্মী বিজেপিতে না গেলেও তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারে আর ফিরতে দেখা যায় নি তাঁকে। আরেক তৃণমূলী বিধায়ক তথা জগমোহন ডালমিয়ার মেয়ে বৈশালী ডালমিয়া অবশ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে সামিল হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও লবডঙ্কা জোটে তাঁর ভাগ্যে।

তৎকালীন সময়ে ক্রিকেটের লক্ষ্মী নির্বাচনী পরীক্ষায় লেটার নিয়ে সসম্মানে উতরে গেলেও তৃণমূলের ফুটবলার প্রার্থী রহিম নবির ভাগ্যটা মোটেই অত সুবিধের হয়নি। তাই সিপিএমের শক্ত দুর্গে তাকে পাঠিয়ে মমতা যতটা ভরসা করেছিলেন তার ছিটেফোটাও ফিরিয়ে দিতে পারেননি নবি। অবশ্য শুধু নবিকে দোষ দিলে তো চলবে না। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা তথা আইকন বাইচুং ভুটিয়াও নেত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য রহিম নবি যেখানে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণবঙ্গে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে বাইচুং পরাজিত হয়েছেন জোটের শক্ত ভিত উত্তরবঙ্গের মাটিতে। তাও আবার অশোক ভট্টাচার্যের মতো দুঁদে প্রার্থীর সম্মুখীন হয়েছিলেন বাইচুং। প্রচারের হাইপ তুঙ্গে উঠলেও শেষপর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ভোটযুদ্ধের মাঠ ছাড়তে হয়েছে ভুটিয়াকে। এদের মাঝে সিপিএমের পক্ষেও এক ক্রীড়াবিদের পরাজয়ের খবর রয়েছে। তিনি হলেন একসময়ে এশিয়াডে সোনাজয়ী দেশের সোনার মেয়ে হিসাবে পরিচিত জ্যোতির্ময়ী শিকদার। সোনারপুরে হারতে হয়েছিল এই প্রাক্তন অ্যাথলিটকে। পরে অবশ্য জ্যোতির্ময়ী দ্যুতি ছড়ান শাসক শিবিরে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com